নির্বাচিত সনেট

রমানাথ ভট্টাচার্য

অর্চনা দেব
কল্যাণীয়াসু
রমানাথ ভট্টাচার্য
০৭.
০৯.
২০
২০

পরিবেশক :
বরুয়া এজেন্সি
গৌহাটি-১

বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন,
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ, ১৪০৭
প্রকাশক : শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
পরিবেশক : বরুয়া এজেন্সি গৌহাটি-১

বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ : সমিরণ বরুয়া
গ্রন্থস্বত্ব : রমানাথ ভট্টাচার্য
মুদ্রক : প্রেবক, গৌহাটি
Nirbachita Sonnet : A collection of sonnets
by Ramanath Bhattacharya
দাম : ত্রিশ টাকা

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ।।"
[পূজা ৬ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান ঃ]

"কবিতা কল্পলতা আকুলা চঞ্চলতা····
কবিতা সূর্যলতা হৃদয়ে চক্ষে জ্বলে ।।····
কবি, সে নিত্য কাঁদে আকাশে নিত্য বেদন ঃ
বহো রে আলোর মালা ছেঁড়ো রে কালোর বাঁধন ।।"
[দিনগুলি রাতগুলি ঃ শঙ্খ ঘোষ ঃ কবিতা সংগ্রহ ১ ঃ]

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-সঙ্গীত ১
ব্রোঞ্জের নির্মিত মূর্তি ২
কালের প্রহারে জব্দ ৩
প্রণয়-রঞ্জিত চোখে তাকাও না আর ৪
কল্পনার ইন্দ্রধনু ৫
কালো অঙ্গে এত রূপ ৬
এখন প্রেমের ঋতু ৭
উজ্জ্বল প্রেমিকা ৮
আনন্দ-গোমুখী ৯
কল্পতরু ১০
তুমি হও প্রেমসিন্ধু আমি হই ঢেউ ১১
কামজ কুসুম নয় হে যুবতী প্রেম ১২
তিমির-হরণ ১৩
মণি-পদ্মে হোম ১৪
কল্পনার হাঁস ১৫
সাত খুন মাপ ১৬
ভ্রমণ ১৭
ফল ১৮
যাও যাও রূপবতী যাও ফিরে যাও ১৯
প্রকৃতির প্ররোচনা ভীষণ মধুর ২০
মানবীয় মূল্যবোধ ২১
সে আমার মহাশ্বেতা নারী ২২
কার হাতে রহস্যের চাবি ২৩
কেউ লাবণ্য কেউ কেটি হও আমার জীবনে ২৪
নিয়ন্তার কৃত্রিম বিরাগ ২৫
লাস্যময়ী উমা তিনি নৃত্যরত দেব নটরাজ ২৬
প্রয়াত সুজন বন্ধু এখন কোথায় ২৭
আলেয়ার ভূত ২৮
অগ্নিদগ্ধ লোক ২৯

জন্ম-মৃত্যু জীবনের এপিঠ ওপিঠ ৩০
সভ্যতা নষ্ট মেয়ে ৩১
স্নান করি অশ্রু-নদে আনন্দ-সাগরে ৩২
ষাটেও তরুণ আমি ৩৩
ক্রন্দনই নিয়তি ৩৪

সূচীপত্র

প্রেমের ভুবন ৩৫
কীযে দেখলাম আমি নারী তোর চোখে ৩৬
সনেটের ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব নয় ৩৭
ইচ্ছে করে তাকে আমি নাম ধ'রে ডাকি ৩৮
তুমি যে বাসো না ভালো তাও বন্ধু ভালো লাগে ৩৯
তন্বী তরুণী তুমি ভালোবাসো যদি ৪০
আলোর আগুন ৪১
বেদন বেহাগে ভেসে···· ৪২
কামাগুন আমার নিয়তি ৪৩
যে-খেলার জোরে ৪৪
মানবিকা হও যদি ৪৫
প্রতিদিন পাপড়ি ছিঁড়ি তোর ৪৬
ঝলমল গোলাপি আগুন ৪৭
পর-পুরুষের প্রেম ৪৮
অপ্রেমের রং কীরকম ৪৯
স্মৃতির সাগরে তুমি হেমবর্ণ ফুল ৫০
কী এক দিব্য বিভা ৫১
ভালোবাসা অজর অমর ৫২
হাত ধরো হাত ধরো নারী ৫৩
পরস্ত্রী সুন্দরী সদা ৫৪
দিব্য চক্ষু চাই ৫৫
অনন্তের হাঁক ৫৬
হে পৃথিবী নারায়ণী ৫৭
ভালোবাসা বড় জাদুকর ৫৮

মুহূর্তের জন্য যেন স্বপ্নিল আসাম ৫৯
সবকিছু ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু ৬০
জীবন-নদীর জল কুয়াশা-আবৃত ৬১
নীল খামে চিঠি লিখে কন্যার বান্ধবী ৬২
সব প্রেম নিকষিত হেম ৬৩

সূচীপত্র

সর্বরীর জলছবি খুব প্রয়োজন ৬৪
পরকীয়া প্রেম ভিন্ন দিব্যভূমি নাই ৬৫
অমরার মণি-দ্বারে দাঁড়াই সুন্দরী ৬৬
চুর চুর আত্মা ঘোরে ইথার তরঙ্গে ৬৭
ঠিকাঝির সাথে প্রেম ৬৮
আঁধারে আলোক ৬৯
দূরভাষে কথা হয় রোজ ৭০
এবার পূজায় এলে ৭১
চরাচরে কোথা আছে চর ৭২
সে আমাকে উন্মোচিত হৃদয় দেখায় ৭৩
তোমার পরশে প্রেম ৭৪
যদিচ অনল তুমি···· ৭৫
ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট প্রণয়-দেবতা ৭৬
তারও সমস্যা আছে ৭৭
ভালোবাসা মৃত্যুহীন ৭৮
অমন নিঃসঙ্গ আহা ৭৯
অমন নীরব কেন ৮০
হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি যাও ফিরে যাও ৮১
শ্মশানেই শান্তির আবাস ৮২
বহু প্রেম বিশল্যকরণী ৮৩
সামান্য ভুলের জন্য ৮৪
তোমাকে দেখলে রিমি ৮৫
কী গভীর ভালোবাসা মধুমিতা তোমার আমার ৮৬

সনেট প্রসঙ্গে

এক

বাংলা ভাষায় মধুসূদন থেকে শুরু ক'রে একাল অব্দি অনেক কবিই পেত্রার্কীয়, শেকস্‌পীয়রীয় বা উভয় রীতির সংমিশ্রণে, প্রধানত মিশ্রবৃত্ত ছন্দের আধারে সার্থক সনেট লিখেছেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা উক্ত ছন্দে রচিত চৌদ্দ বা আঠারো মাত্রার শেকস্‌পীয়রীয় সনেট, অন্যান্যগুলি একই ছন্দে গ্রথিত চৌদ্দ, আঠারো বা বাইশ মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট। মিশ্রবৃত্ত ছন্দে লিখিত চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট যদিচ বাংলা ভাষায় দুর্লভ তবুও এ রীতিতে সনেট লিখতে আমার ভালো লাগে কেননা সেক্ষেত্রে ভাব-অনুযায়ী অক্ষুন্ন থাকে এই ছন্দোবন্ধের স্বাভাবিক প্রবহমানতা যা কিনা অমিত্রাক্ষর ছন্দের মৌল বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস সংকলন ১'-এ প্রকাশিত দীপক মজুমদারের 'হত্যাপরাধী কবিবন্ধুকে' এই নামের কবিতাটিই সম্ভবত আমার আগে মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট একালের বাংলা সাহিত্যে একটি বহমান ধারা। আমার আগে বাংলা ভাষায় এ ধারার কবিতা যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন কবি আল মাহ্‌মুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শরৎ মুখোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, শুদ্ধসত্ত বসু, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, জয় গোস্বামী, জরিনা আখতার, এনামুল হক প্রমুখ। আর আমার আগে মৃদুল দাশগুপ্তের 'চতুর্দশপদী' শিরোনামের কবিতাটিই সম্ভবত এই ছন্দে গ্রথিত বাইশ মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট।

দুই

বাংলা ভাষায় 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' শব্দ দু'টি সমার্থক। বাংলায় প্রথম সনেট-প্রণেতা মধুসূদন দত্ত তাঁর সনেট-মালার নাম রেখেছিলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী।' একালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর একটি গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। তাঁর সে-গ্রন্থটিতে মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত শুধু আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর চতুর্দশপদীই নয়, শেকস্‌পীয়রীয় রীতির সনেট এবং ওই রীতির অষ্টকও পরিদৃশ্যমান। সুতরাং 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' শব্দ দু'টি তাঁর কাছে তুল্যমূল্য। শামসুর রাহমানের কাছেও 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' শব্দ দু'টি একার্থ-বোধক। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পূর্ব বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় প্রকাশিত তাঁর (রাহমানের) 'দুটি সনেট' ও 'চতুর্দশপদী' শিরোনামের কবিতা থেকেই তা প্রতিভাত। 'অমিতাভ দাশগুপ্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় অন্তর্ভূত 'চতুর্দশপদী' নামের কবিতা, 'দুই বাংলার বিরহের কবিতা'য় পরিবেশিত মৃদুল দাশগুপ্তের 'চতুর্দশপদী' শীর্ষক কবিতা, 'কৃত্তিবাস সংকলন ১'-এর অন্তর্গত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চতুর্দশপদী' নামের কবিতা, কবিতা সিংহের 'সনেট' শিরোনামের কবিতা এবং ওই সংকলন-ভূক্ত অরুণ ভট্টাচার্যের 'নাগরিক' নামের আঠারো মাত্রার অমিত্রাক্ষর সনেট থেকেও এ তথ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে বাংলা ভাষায় 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' শব্দ দু'টি সমার্থক। তাই বলি, এ গ্রন্থের কবিতাবলীকে 'সনেট' হিসাবে সনাক্ত করতে কারো আপত্তি থাকলে নির্দ্বিধায় তিনি সেগুলিকে 'চতুর্দশপদী' ব'লে অভিহিত করতে পারেন।

তিন

এই গ্রন্থের সনেট-মালার জন্ম-ব্যাপারে কিছু বলা প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে বাংলা দেশের বিখ্যাত কবি জিল্লুর রহমান

সিদ্দিকী অনূদিত 'শেকস্‌পীয়রের সনেট' গ্রন্থখানি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আসে। গ্রন্থটির অধিকাংশ সনেট আমার এত ভালো লাগে যে গ্রন্থটি পড়তে-পড়তে বারংবারই আমার ভ্রম হয়েছে স্বয়ং শেকস্‌পীয়র বুঝি নবজন্ম গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষায় সেগুলো পুণর্বার রচনা করেছেন। এমন অনবদ্য অনুবাদ গ্রন্থটি চার-পাঁচবার আমি পড়ি এবং গ্রন্থটির শিল্পিক সুষমা আমাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে। তার পরের ঘটনা, আচমকা শরতের এক শান্ত সন্ধ্যায় আমার 'নির্বাচিত সনেট'-এর প্রথম কবিতাটি রচিত হ'য়ে যায়। তারপর দেড়-বছর সময়-সীমার মধ্যে প্রায় এক-নাগাড়ে নেশা-গ্রস্তের মতো একটির পর একটি এমনি ক'রে ১১৩টি সনেট রচনা করি। এখানে ব'লে রাখা ভালো, আমার অভিজ্ঞতা থেকেই তা বলছি, আমার মনে হয় কবিতা লেখার ব্যাপারে প্রেরণার ভূমিকাই মুখ্য আর কবিতা-সৃষ্টি ব্যাপারটি খুবই রহস্যময়। তাই, কবিতাগুলো লিখতে-লিখতে কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে কে যেন কবিতার পংক্তিগুলো আমাকে ব'লে যাচ্ছে আর আমি যেন তার লিপিকার। মনে হয়েছে, হৃদয়ের পাতায় কে যেন লিখছেন কবিতাগুলো আর আমার কলম দিয়ে তা স্বাক্ষরিত হচ্ছে সাদা পৃষ্ঠায়। কখনও কখনও মনে হয়েছে, কার নির্দেশে যেন প্রায় সংজ্ঞা-হারা আমি রচনা ক'রে যাচ্ছি কবিতার পর কবিতা।

এখানে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, এই প্রথম আমি সনেট লিখিনি, প্রায় ত্রিশ বছর আগে শিলঙে থাকা কালে আমি দু'টি শেকস্‌পীয়রীয় সনেট লিখেছিলাম এবং তার একটি অধুনালুপ্ত কবিতার কাগজ 'শিলঙের কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। আর, যদিচ শেকস্‌পীয়রের সনেট আর এ গ্রন্থের সনেট-মালার ভুবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তবুও সিদ্দিকী সাহেবের অনূদিত 'শেকস্‌পীয়রের সনেট'-প্রবাহে অবগাহন না-করলে, এ পর্যায়ে আমার পক্ষে এ-সব কবিতা লেখা আদৌ সম্ভব হ'তো না। আর তাই, স্বদেশ থেকে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থটিতে কিছু ছাপার ভুল আছে। সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেও তা এড়িয়ে-যাওয়া সম্ভব হ'লো না। সেজন্য গ্রন্থশেষে ভুলগুলোর একটি নির্ভুল তালিকা সন্নিবিষ্ট হ'লো।

এ গ্রন্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তাঁরা হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় নবকান্ত বরুয়া ও নীলমণি ফুকন, সতীর্থ ডঃ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুজ-প্রতিম মাণিক দাস ও কল্যাণীয়া সুমিতা ভট্টাচার্য।

বিষ্ণুপথ
রুক্মিণীগাঁও
গৌহাটি-২২

রমানাথ ভট্টাচার্য

নির্বাচিত সনেট

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

রবীন্দ্র-সঙ্গীত যেন সুধার বর্ষণ
শ্যামবর্ণ তৃণ-ভূমি গাছে-গাছে ফুল
যখন গানের তান সুধা ঢালে কানে
তখন মরণও যেন গৌণ ঘটনা
কী জাদু গানের সুরে যেন প্রেম-ধারা
বীণা-যন্ত্রে সুর দেন যেন অর্ফিয়ূস
সুরের তরঙ্গে তার ভাসে দেশ-কাল
হর্ষিত পৃথিবী যেন নাচে বৌ-নাচ
কী জাদু গানের সুরে যেন অর্ফিয়ূস
বাজিয়ে-বাজিয়ে বীণা নিয়ে যান চাঁদে
তারারাও গীয়মান তার সুর শুনে
কাল-কালিন্দীর জলে দোলে চরাচর
জ্বলজ্বল সূর্যতারা বিশ্ব ভরা প্রাণ
অপার বিস্ময়ে জাগে সুধাসার গান।

২।৮।৯৭

ব্রোঞ্জের নির্মিত মূর্তি

চোখে জ্বলে সোনা-হীরা কখনো পারদ
কখনো বা ফু'টে ওঠে নীল বর্ণ ফুল
চোখের সোনালি আলো নীলাভ আলোক
চোখ-জুড়ে পারদের ওঠা-নামা রোজ
অন্ধকারে ঝলমল আলেয়ার ফুল
তোমার শরীর নারী সম্মোহন-জাল
মনোলোকে মরুভূমি মৃগতৃষ্ণা জ্বলে
শ্রাবণেও বৃষ্টিপাত নিষিদ্ধ সেখানে
ব্রোঞ্জের নির্মিত মূর্তি জলধারা থেকে
অর্বুদ বছর দূর তোমার আবাস
ইস্পাত-কঠিন মন ইসারায় বলে :
ভালোবাসা শূন্যগর্ভ আকাশ কুসুম
কামজ আগুনে পু'ড়ে পুরুষ প্রজাতি
চোখে দেখে ফুল-ঝুরি নৃত্য করে রোজ।

২.৮.৯৭

কালের প্রহারে জব্দ

কখনো তোমার হাসি অলক-ধবল
কখনো বা উন্মোচিত গন্ধরাজ ফুল
তবু কীটে ভ'রে যায় ধবল প্রসূন
শুভ্র মেঘ নিমেষেই ঝড় তোলে মনে
যদিচ তোমার চোখ ফিরোজা কুসুম
কিংবা দু'টি মধুপায়ী কাজল ভ্রমর
তবু আঁখি বিভাহীন চোখের পলকে
কাজল ভ্রমর ওড়ে দিগন্তের পানে
কালো চোখে শান্তি-সুধা বিরল এখন
কালের প্রহারে জব্দ ইন্দুমতীগণ
উন্মাদিনী দময়ন্তী বিরল এখন
অনিকেত দেশ-কাল ধূ-ধূ বালিচর
আনাচে-কানাচে থর মরূদ্যানে ঝড়
পুষ্প-গন্ধা নারীগণ ঝ'রে গেছে জলে।

৩.৮.৯৭

প্রণয়-রঞ্জিত চোখে তাকাও না আর

প্রণয়-রঞ্জিত চোখে তাকাও না আর
মুখেও হাসির ছটা বিরল এখন
দেহেও খুশির ঢেউ খেলে না এখন
কীযে হ'লো কীযে হ'লো কী হ'লো তোমার
আনন্দ-প্রবাহ আজ মরুপথে হারা
সেদিনের মতো আর প্রেম-দীপ জ্বেলে
হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে করো না সোহাগ
কীযে হ'লো কীযে হ'লো কী হ'লো তোমার
তা হ'লে কী ভালোবাসা ক্ষণজীবী ফুল
অন্ধকারে ক্ষণিকের কৃষ্ণ গোলাপ
তারই বিরহে তাই অশ্রুপাত রোজ
ঘরে-ঘরে বেদনার ঢেউ কেনা চায়
জাতকের দীর্ঘ আয়ু আর তার ফুলে
ফলে চারু উন্মিলন পূর্ণতা বিস্তার।

১৬.৮.৯৭

কল্পনার ইন্দ্রধনু

বড় অবেলায় এলে কালের প্রহারে
ঝ'রে গেছে দু' চোখের সোনালি বিস্ময়
চুলগুলো কাশফুল গায়ের গোলাপি
আভা পু'ড়ে ভস্ম-প্রায় তৃতীয় পার্থের
মতো শৌর্যে বীর্যে আজ ত্রিভুবন জয়
সম্ভবে না অসময়ে কী ধন তোমায়
বলো দেবো উপহার কী আছে আমার
সম্মোহন-জালও আজ ঝ'রে গেছে জলে
দয়া ক'রে এলে যদি দাঁড়াও দাঁড়াও
অপার্থিব প্রেম-জলে ধু'য়ে দেবো দেহ
তোমার হৃদয় আর ডাগর কাজল
আঁখি বার-বার পান করে প্রেম-সুধা
হ'বে ছল-ছল দেখা দেবে ইন্দ্রধনু
কল্পনার ইন্দ্রধনু মাথার উপর।

২৬.৮.৯৭

কালো অঙ্গে এত রূপ

কালো অঙ্গে এত রূপ তমারৃত চুল
অঙ্গ যেন মেঘে গড়া চোখ কালো ফুল
স্তনযুগ পঙ্কজের মতন নরম
আর ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের সুষমা
আলো করে ঘর কৃষ্ণ মুখে হাসি যেন
প্রদোষের কোলে ফোটা শ্বেতজবা ফুল
কালো অঙ্গে এত রূপ প্রকৃতির গানে
ঝরঝর বৃষ্টি যেন প্রেম-বৃন্দাবনে
কৃষ্ণা যুবতী শোনো মোহন কটাক্ষে
করো জয় চুলজালে বন্দি করো রোজ
কটীতলে প'ড়ে থাকি সমস্ত রজনী
স্তন-যোনি-ঝংঘার মধু করে পান
রাতভর প'ড়ে থাকি প্রেম-বৃন্দাবনে
ঝরঝর বৃষ্টি আর স্বপ্নের ভুবনে।

২৮.৮.৯৭

এখন প্রেমের ঋতু

এখন প্রেমের ঋতু কেন অভিমান
কালো চোখে চেয়ে থেকে করো সুধা দান
শ্বেতজবা-হাসি দিয়ে জয় করো মন
মাঝে-মাঝে নাভিমূল স্তনের সুষমা
রূপের মাধুরী আর কটীর লালিমা
দেখিয়ে আমায় নারী বন্দি করো প্রেমে
জয় করো জয় করো তনুমন প্রাণ
হাতে হাত প্রাণে রাখো প্রাণ অবিরাম
এখন প্রেমের ঋতু কেন অভিমান
স্বপ্নময় মধুমাস বীণাধ্বনি তার
তার গানে এক ঋতু আনন্দ-প্রবাহ
তারপর এ জীবন খরার মরশুম
তৃণহীন বৃক্ষহীন কালাহারি খর
এখন প্রেমের ঋতু প্রাণে রাখো প্রাণ।

৩০.৮.৯৭

উজ্জ্বল প্রেমিকা

যুবতী মাত্রেই যেন উজ্জ্বল প্রেমিকা
(যদি সে সুন্দরী হয় সোনায় সোহাগা)
কটাক্ষে মোহন বাঁশি বেজে ওঠে সদা
হাসিতে ধবল জবা ফু'টে ওঠে সদা
অর্ধ অঙ্গে চাঁদ জ্বলে অর্ধ অঙ্গে উষা
মূর্তিবতী রতি যেন অঙ্গে শোভা পায়
সিংহীর কাঁকাল যদি সোনায় সোহাগা
সুন্দরী প্রতিমা যদি সোনায় সোহাগা
যুবতী মাত্রেই যেন উজ্জ্বল প্রেমিকা
সর্বজন তাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যায়
প্রেম-ভাব উন্মোচিত তনুমন জুড়ে
আলিঙ্গনে বন্দি করে সুখ-সুধা চায়
যুবতীও প্রেমী দেখে মনে-মনে বলে
অন্ধকারে কাছে এসো দেখাবো পূর্ণিমা।

৩০.৮.৯৭

আনন্দ-গোমুখী

এখন আমার ষাট এখনো অধরে
চুমু খেলে নারী কালো চুলে ঢেকে দিলে
সমস্ত শরীর মেলে দিলে স্তন-যোনি
নাভিফুল বাহুমূল কটীর সোনালি
অঙ্গে-অঙ্গে অনুভবে সূর্যের উদয়
আর আমি তাকে নিয়ে হর্ষে মেতে উঠি
আদিম আনন্দে ডুবে থরথর কাঁপি
চারপাশে নৃত্য করে কল্পনার ফুল
আমার ষাটেও নারী আনন্দ-গোমুখী
স্পর্শে তার অনুভবে সূর্যের উদয়
রক্তস্রোতে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র বয়
সর্ব অঙ্গে তরঙ্গিত ভারত-সাগর
আমার ষাটেও নারী আনন্দ-গোমুখী
স্পর্শে তার অনুভবে তারাপুঞ্জ জ্বলে।

১৪.৯.৯৭

কল্পতরু

বলো যদি পাদপদ্মে চুমু খাই রানী ব'লে করি
সম্বোধন বিনিময়ে দয়াময়ী ভালোবাসা চাই
প্রেমের ভিখিরী আমি জেনে গেছি কী তার মহিমা
দুর্যোগে দুর্দিনে প্রেম কী মধুর বিশল্যকরণী
অন্ধকারে ঝলমল গোল চাঁদ আলোর সরণি
বলো যদি পাদপদ্মে প'ড়ে থাকি সমস্ত রজনী
বিনিময়ে মনোলোভা অঙ্গ-শোভা দেখিও সুন্দরী
আর যদি নগ্ন রূপ মেলে ধরো পূজা দেবো নারী
ভালোবাসা মেলে ধ'রে নগ্ন হও নগ্ন হও নারী
রাতভর দিনভর সুধাসিন্ধু জলে করি স্নান
দিনভর রাতভর প্রেম-প্রেম খেলা খেলি নারী
জানি জানি জানি নারী প্রেম নয় চিরঞ্জীব বট
তবু প্রেম কল্পতরু পাদপদ্মে তার জ্বলজ্বল
স্বর্ণ চাঁদ সপ্ত ডিঙা মধুকর প্রত্যাগত রোজ।

১৮.৯.৯৭

তুমি হও প্রেমসিন্ধু আমি হই ঢেউ

তোমার পঁচিশে আর আমার পঞ্চাশে
নবীন প্রণয় রক্ত পোলাপের মতো
তাকে তুমি প'রে নাও তোমার খোঁপায়
আর আমি সে-ফুলের রূপ দেখে রোজ
অবলীলাক্রমে করি সময় যাপন
আর তুমি গন্ধে তার মাতোয়ারা হও
হও তুমি সে-ফুলের স্বর্ণরেণু রোজ
আমি হই সে-ফুলের হেমবর্ণ রূপ
প্রেম এলো তুমি আমি তার অংশীদার
রূপ দেখে মুখ দেখে হৃদি দেখে তার
স্বয়ংবরা হও তুমি প্রেমে ক'রে স্নান
আনন্দ বিহ্বল হও হর্ষসিন্ধু জলে
তার স্নান ক'রে রোজ ধন্যি হ'য়ে যাই
তুমি হও প্রেমসিন্ধু আমি হই ঢেউ।

২৪.৯.৯৭

কামজ কুসুম নয় হে যুবতী প্রেম

বুঝি না বুঝি না নারী কেন উন্মাদিনী
বার-বার দুষ্ট হাসি বার-বার মিষ্টি
হাসি আশ্লেষ চুম্বন কেন বার-বার
শৃঙ্গার কামজ পুষ্প প্রেম রাঙা চাঁদ
বুঝি না বুঝি না কেন সর্ব অঙ্গ মেলে
যাবতীয় মোহজালে বন্দি করো রোজ
সম্মোহন-জালে নারী ভালোবাসা কই
কামজ কুসুম নয় হে যুবতী প্রেম
শোনো শোনো সম্মোহন-জালে জ্বলে কাম
চোখে চোখ রেখে নারী যে-আগুন জ্বলে
মুখোমুখি ব'সে থেকে যে-আগুন জ্বলে
সে-আগুনে নবারুণ জ্বলে দিনরাত
সোনার তরণী চ'ড়ে সে-আগুনে চরে
প্রেম-তরু নর-নারী করতলে চাঁদ।

২৫.৯.৯৭

তিমির-হরণ

নীরবে নিভৃতে এলো নীল ভালোবাসা
মনোলোকে জ্বলজ্বল মণির প্রদীপ
আলোকিত ঘর-দোর সমস্ত ভুবন
কানে-কানে বলে নারী ভালোবাসা এলো
আমার সমস্ত সত্তা তোমার তোমার
স্বপ্নের ভুবনে ব'সে দেখো লাল চাঁদ
বলে তিমির হরণ এলো দেখো দেখো
সোনালি আলোয় রাঙা সাভানা প্রান্তর
নীরবে নিভৃতে এলো মধুস্বাদী প্রেম
করতলে নেমে এলো রঙিন ভুবন
লাল নীল আলো জ্বলে আনাচে-কানাচে
আলোকের কাছে আজ সর্ব সমর্পন
গোলাপি বেগুনি নীল আলোর তরঙ্গে
ভাসমান দেশকাল স্তাবর জঙ্গম।

৩০.৯.৯৭

মণি-পদ্মে হোম

চোখ থেকে ঝ'রে পড়ে সুমধুর তরল গরল
সে-গরল পান ক'রে সহস্র বছর
নরভূমি মরলোকে অজর অমর
শরীর থেকেও তার অবিরত মধু ঝরে রোজ
সে-মধুর লোনা স্বাদ চেখে-চেখে আমি
শঙ্খচিলের মতো নিপুণ শিকারী
দোষ কিসে বেহুলার নৃত্য দেখে উনকোটি দেব
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রের সভায়
তাকে দেখে কামনার ঝড় ওঠে মনে
রূপ-অন্ধ মন খোঁজে শান্তির আশ্রয়
অর্জুনের মতো আমি পাদ-পদ্মে তার
গাণ্ডীব নামিয়ে রেখে শূন্যতূন হই
হ'য়ে যাই কামাচারী বামাচারী লোক
কামাখ্যার কাছে বাড়ি মণি-পদ্মে হোম।

১.১০ ৯৭

কল্পনার হাঁস

পুনর্বার দেখা হবে স্বপ্নেরও অতীত
তবু কালো চোখ তুলে যে-আগুন জ্বেলে
গেলে হৃদয়ে আমার নেভে না তা কভু
সে-আগুন একাধারে অমৃত গরল
তোমার সুষমা বাণে বিদ্ধ হ'য়ে নারী
জীবনের মতো আমি অন্ধ হয়ে গেছি
আমার অন্ধতা আজ স্বর্গ-সুখ যেন
হর্ম্য থেকে ঝ'রে পড়ে গন্ধরাজ ফুল
পুনর্বার দেখা হবে স্বপ্নেরও অতীত
তবুও তোমার প্রেম মন্দার প্রসূন
পুলকিত জ্যোৎস্না যেন পাখা মেলে তার
রাতভর গীয়মান হৃদয়ে আমার
পুনর্বার দেখা হবে স্বপ্নেরও অতীত
তবুও তোমার প্রেম কল্পনার হাঁস।

২.১০.৯৭

সাত খুন মাপ

ভালোবাসা হাতে এলে সাত খুন মাপ
হাসির সৌরভে ফোটে গন্ধরাজ ফুল
অঙ্গের সৌরভে ফোটে অঙ্গে পারিজাত
চোখের আলোয় ফোটে সোনালি প্রসূন
ভালোবাসা হাতে এলে সাত খুন মাপ
অন্ধকার আলোকিত চোখের নিমেষে
স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝ'রে পড়ে মুখে
ভুবনের হাটে যেন স্বপ্নের মিছিল
ভালোবাসা হাতে এলে সাত খুন মাপ
পৃথিবীকে মনে হয় মায়াবীর দেশ
নিমেষেই জ্বলে ওঠে সংখ্যাহীন চাঁদ
ঝরঝর বৃষ্টিপাত ঝুরু-ঝুরু হাওয়া
ভালোবাসা হাতে এলে সাত খুন মাপ
এ ভবভুবন যেন স্বর্গের উদ্যান।

৪.১০.৯৭

ভ্রমণ

দূরভাষে কথা বলি স্বরে তার ভেসে
আসে ভ্রূ-যুগল মুখ তার কালো চোখ
অন্ধকার বর্ণ চুল গোলাপি শরীর
মধু-ঝরা স্বরে তার তাও ভেসে আসে
পরনে ফিরোজা শাড়ি গোলাপি ব্লাউজ
ইন্দ্রমণি-হার তাও স্বরে ভেসে আসে
দূরভাষে কথাবলি কী মধুর স্বর
আশাবরী রাগে যেন সুর সাধে কেউ
দূরভাষে কথা বলি কী মধুর স্বর
শেফালির মতো সাদা ভালোবাসা তার
নীল কমলের মতো ঘ্রাণ তার প্রেমে
স্বরে তার ঝলমল তারাদল নাচে
আর আমি সে-আলোয় ভাসমান মাছ
প্রণয়-সাগরে নদে আমার ভ্রমণ।

৬. ১০. ১৯৯৭

ফল

কালো চোখে চেয়ে থেকে নীল বিষ ছড়াও সুন্দরী
এ বিষ স্বাস্থ্যের পক্ষে জানি আমি খুব উপকারী
এই বিষ পান ক'রে পিতামহ প্রিয়াকে তাহার
নীল শাড়ি লাল চেলি প্রতিমাসে দিতো উপহার
পুলকিত পিতৃদেবও জননীকে বানিয়ে দিতেন
সোনার আংটি বাজু টিক দুল প্রেম-পাশ হার
দু' চোখের নীল বিষ পান করে আমিও সুন্দরী
তোমাকে পরিয়ে দেবো রৌদ্রবর্ণ হীরার অঙ্গুরী
কালো চোখে চেয়ে থেকে নীল বিষ ছড়াও সুন্দরী
এই বিষ পান করে তার সব হেমবর্ণ ফল
পিতামহ সযতনে রেখেছেন কালবৃক্ষ ডালে
এই বিষ প্রতিদিন পান করে জনকও আমার
মহাবৃক্ষে রেখেছেন তার সব সোনালি ফসল
আমিও এ বিষ খেয়ে মহাবৃক্ষে রেখে যাবো ফল।

১০. ১০. ১৯৯৭

যাও যাও রূপবতী যাও ফিরে যাও

যাও যাও রূপবতী যাও ফিরে যাও
কাজল কটাক্ষে কেন বিদ্ধ করো প্রাণ
এ দেহ আনন্দ–ঝড় সইতে পারে না
যাও যাও রূপবতী রূপের আগুন
খাণ্ডব–দাহন যেন হৃদয়ে আমার
এ হৃদয় হর্ষ-ঝড় সইতে পারে না
যাও যাও রূপবতী যাও ফিরে যাও
রূপানলে মূর্চ্ছা যায় আমার শরীর
যাও যাও রূপবতী যাও ফিরে যাও
ইন্দ্রের সভায় গিয়ে নৃত্য করো রোজ
মোহন কটাক্ষে আর হাসির জাদুতে
মুনি ঋষি দেবকুল করো বশিভূত
আমি তো সামান্য নর শৌর্যবীর্যহীন
এ দেহ আনন্দ-ঝড় সইতে পারে না।

১১. ১০. ১৯৯৭

প্রকৃতির প্ররোচনা ভীষণ মধুর

প্রৌঢ়া নারী প্রণয়িনী কাছে এলে উপপতি তার
স্বর্ণবর্ণ চোখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে রোজ
অন্ধকারে গদগদ স্বরে শত গল্প করে নারী
কানে-কানে বলে তার কাম-বাণে বিদ্ধ আমি রোজ
রাত কাটে জাগরণে ডানে বায়ে বিরহ তরঙ্গ
বন্ধু তুমি বলো যদি ফুলবনে দেখা দেবো রাতে
প্রেম-উন্মাদিনী আমি কামাচারে সে'রে যাবে রোগ
রাত্রিভর ব্যভিচারে সে'রে যাবে আমার অসুখ
প্রেম প্রেম-ই কামাচার ব্যভিচার ব'লে কিছু নেই
পুরুষ পুরুষ জেনো নারী জেনো নারী আর তাই
পুরুষের কাছে নারী সমর্পিত হয়ে চায় সুখ-
সুধা স্পর্শ পরমের নরও চায় আনন্দ-ঝটিকা
রমণীর কাছে সদা সমর্পিত হ'য়ে চায় স্পর্শ
পরমের প্রকৃতির প্ররোচনা ভীষণ মধুর।

১২ ১০ ১৯৯৭

মানবীয় মূল্যবোধ

প্রেমিকার মতো কাছে ব'সে আছে স্নেহলতা নারী
হাতে তার চুড়ি বাজে কানের পাতায় দোলে চুল
হাসি তার দোলায়িত সাদা রং কলাবতী ফুল
সোনার বলের মতো স্তন তার ভুবন মোহন
মোমের বাতির মতো হেমকান্তি অঙ্গ জ্বলে তার
মিঠে স্বরে ডাক দিলে গ'লে যায় ননীর মতন
অন্ধকারে ডাক দিলে ঝলমল চাঁদ হয়ে যায়
প্রেম ঢলে উছলে পড়ে ত্রিভুবন আলোর কানন
প্রেমিকার মতো কাছে ব'সে আছে স্নেহলতা নারী
তবু তার হাতে হাত ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে পারি না
কারণ সে প্রিয়া নয় প্রেমিকার মতো এক নারী
বান্ধবী আমার আর তাই তাকে শৃঙ্গারে সঙ্গমে
ডেকে মানবীয় মূল্যবোধে কভু করি না আঘাত
থাক সে দোয়েল হ'য়ে গান গাক জীবনে আমার।

১৩.১০.৯৭

সে আমার মহাশ্বেতা নারী

শৃঙ্গারে ডাকি না তাকে তাকে আমি সঙ্গমে ডাকি না
কেননা আমার প্রেম নষ্ট চাঁদ যদি হ'য়ে যায়
শৃঙ্গারে সঙ্গমে ডেকে জ্বলে নাকি নিকষিত হেম
দেহ-বন্দি প্রেম-জলে স্নান করে কামজ পুলক
যা কিনা শৃগাল বাঘ হরিয়াল হরিণেও পায়
অতীন্দ্রিয় প্রেম-জলে স্নান করে ব্রহ্মস্বাদ রোজ
উদ্বেলিত জ্যোৎস্নার নদী যেন অতীন্দ্রিয় প্রেম
স্বপ্নের সোনালি দেশে অবিরাম যেন পর্যটন।
শৃঙ্গারে ডাকি না তাকে তাকে আমি সঙ্গমে ডাকি না
কারণ সে নয় বেশ্যা পণ্যবস্তু ভোগ্য বস্তু কোনো
মানবী সে অশরীরী প্রেম তার সোনালি ভুবন
সে-ভুবনে রামী-চণ্ডী জয়দেব পদ্মাবতী নাচে
সে-আলোর দেশে দান্তে বিয়াত্রিচে মুখোমুখি ব'সে
শৃঙ্গারে ডাকি না তাকে সে আমার মহাশ্বেতা নারী।

১৩ ১০ ৯৭

কার হাতে রহস্যের চাবি

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র বরা শ্রদ্ধাভাজনেষু

মৃত্যুর সময়ে কীযে অনুভূতি হয় মানুষের
খুব গাঢ় অন্ধকার নামে নাকি চোখের পাতায়
নাকি তার অনুভবে আছড়ে পড়ে বেদনা-তরঙ্গ
কিংবা অবলুপ্ত হ'য়ে যায় তার সব অনুভূতি
নাকি সে তখন দেখে দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহ তার
পলকে নির্গত হ'য়ে বাতাসের কাধে ক'রে ভর
কোনোখানে যাচ্ছে নাকি দুধ-সাদা আলোর তরঙ্গে
সে তখন স্নান ক'রে ঢ'লে পড়ে প্রশান্তির পায়
বলাই বাহুল্য একী তবে রূপকথায় বর্ণিত
অন্ধের হস্তী দর্শন তা-ই হবে মৃত্যুকে জানতে
গিয়ে ব্যর্থ হ'লো কত নচিকেতা অন্ধকার ছাড়া
কে আর দেখলেন কী জন্মান্ধের কাছে তুল্যমূল্য
মহাদ্যুতি ছায়াপথ শুভ্র জ্যোৎস্না আলো অন্ধকার
কেউ-ই জানলো না হায় কার হাতে রহস্যের চাবি।

১৬.১০.৯৭

কেউ লাবণ্য কেউ কেটি হও আমার জীবনে

কেউ লাবণ্য কেউ কেটি হও আমার জীবনে
লাবণ্য মাথায় থাকবে কেটি হবে নিপুণ গৃহিণী
লাবণ্যকে নিয়ে আমি রাতদিন লিখবো কবিতা
কল্পনার জমিতে সে প্রতিদিন ফলাবে ফসল
আমার কবিতা হবে গোলগাল রসসিক্ত ফল
কেটি হোক সুগৃহিণী তাকে আমি আশ্লেষে শৃঙ্গারে
ডেকে অবলীলাক্রমে জীবধর্ম করবো পালন
শিকড়ে ঢালবো জল যাতে গাছে ফল ধরে খুব
কেটিরও জীবনে থাক অনবদ্য তৃতীয় পুরুষ
সে তাকে কল্পনা ক'রে সংখ্যাহীন চিত্র এঁকে যাক
রং-বেরঙের হোক তাকে নিয়ে চিত্রাবলী তার
জুড়াক কেটির প্রাণ কল্পনার পাখার বাতাসে
মাঝে-মাঝে ফুরফুরে মন তার উড়ুক আকাশে
একাধারে কেটি হোক বন্ধু কারো গৃহিণী আমার।

১৭.১০.৯৭

নিয়ন্তার কৃত্রিম বিরাগ

উমেশচন্দ্র দাস শ্রদ্ধাভাজনেষু

আকাশে বাতাসে ঝড় ঝড়ের সঙ্গীত
ঝড়ের মাথায় চ'ড়ে কে যান কোথায়
একি বিশ্ব-নিয়ন্তার ভীষণ ভয়াল
নাচ বিষাণ বাজিয়ে আর তাই রোজ
ত্রাহি-ত্রাহি ধ্বনি ওঠে আকাশে বাতাসে
আকাশে বাতাসে ঝড় ঝড়ের সঙ্গীত
প্রলয় নাচন নাচে সসাগরা ধরা
ঝড়ের মাথায় চ'ড়ে কে যান কোথায়
কেন ঝড় কেন ঝড় কার এত রাগ
কেন এত লেলিহান এত নগ্ন রাগ
এত কষাঘাত ক'রে কে ঝাড়েন ঝাল
ভ্রষ্ট নষ্ট ছেলেদের ভালো ক'রে দিতে
জনকের মতো কেযে করেন শাসন
ঝড় বুঝি নিয়ন্তার কৃত্রিম বিরাগ।

১৭.১০.৯৭

লাস্যময়ী উমা তিনি নৃত্যরত দেব নটরাজ

ডাঃ রণেন্দ্রকুমার মহন্ত শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমি তো দু'চোখ ভ'রে অবিরাম নিয়ন্তাকে দেখি
তারই ইচ্ছার রূপ গ্রহতারা অণু-পরমাণু
বহু রূপে দেখি তাকে ফুলে ফলে উন্মোচিত রোজ
ঘাসে-ঘাসে নির্ঝরীর জলস্রোতে দেখি তারই রূপ
নর-নারী জীবকূলে তারই রূপ উন্মোচিত রোজ
জ্যোৎস্নালোকে সূর্যালোকে প্রতিদিন দেখি তারই মুখ
সিন্ধুকে ডমরু ক'রে অহরহ তিনিই বাজান
নীলাকাশ মাথা তার তারাবলী বসন তাহার
আমি তো দু'চোখ ভ'রে অবিরাম নিয়ন্তাকে দেখি
তারই ইচ্ছায় জ্বলে গ্রহতারা মহাকাশে রোজ
চল নামে ঝড় ওঠে বৃষ্টি পড়ে সুবাতাস বয়
সসাগরা ধরা নাচে বার-বার প্রলয় নাচন
লাস্যময়ী উমা তিনি নৃত্যরত দেব নটরাজ
মহাবৃক্ষে ফুল ফোটে ঝরে তার অঙ্গুলি-সংকেতে।

১৮.১০ ৯৭

প্রয়াত সুজন বন্ধু এখন কোথায়

প্রয়াত বন্ধু নিলয়কান্তি নন্দীর স্মৃতিতে

প্রয়াত সুজন বন্ধু এখন কোথায়
মেঘে-মেঘে ভ্রাম্যমান মেঘই ঘোড়া তার
নাকি তিনি গুল্ম-লতা ঘাস-গাছ হ'য়ে
জন্ম নিয়েছেন কিংবা লাল কমলা লেবু
রোগীর টেবিলে নাকি আলোয়-আলোয়
ভ্রাম্যমান পরিব্যাপ্ত আকাশে-বাতাসে
চাঁদের আলোক কিংবা সূর্য-রশ্মি হ'য়ে
ভুবনের ঘরে-ঘরে ভ্রাম্যমান রোজ
নাকি তিনি অন্ধকারে গাঢ় অন্ধকারে
চির-অমারজনীর ঘোর অন্ধকারে
তমিস্রা-সাগরে আজ মুক্ত এক প্রাণ
কিছুই জানে না কেউ নিরুত্তর ধরা
প্রয়াত সুজন বন্ধু এখন কোথায়
কোনখানে কোন দেশে চলাচল তার ?

১৯.১০.৯৭

আলেয়ার ভুত

জানি তুমি নষ্ট ফুল ভ্রষ্ট মেয়ে পর-পুরুষের
প্রেমে বিগলিত ধারা মহাবাহু জাহ্নবী যমুনা
স্বার্থ ছাড়া সুরভীর হাব তুমি কোথাও দেখো না
সুগন্ধ প্রসূন-গন্ধ ভুবনের কোথাও পাও না
তবুও তোমাকে আমি আলিঙ্গনে বন্দি করি রোজ
ও তোমার হাস্যে দেখি সুষমার গোলাপি প্রসূন
অঙ্গ জুড়ে জ্যোৎস্না দেখি চোখে দেখি আকাশী বিস্ময়
চুল জুড়ে রাত্রি দেখি মুখে দেখি উষার উদয়
জানি তুমি নষ্ট মেয়ে স্বার্থকেই আত্মজের মতো
তুমি স্নেহ করো খুব তবু কেন বুকে টানি রোজ
এ আমার প্রেম নয় কাম কাম কামজ সোহাগ
কামকুণ্ড জ্বলজ্বল আলো নয় আলেয়ার ভুত
এ আমার নিদারুণ লোভ যেন আমি জাওয়ার
মাংসাহারী বুনো বাঘ আমিষেই আমার সন্তোষ।

২৫.১০ ৯৭

অগ্নিদগ্ধ লোক

অর্চনা দেব কল্যাণীয়াসু

কথা ছিলো অনুক্ষণ অন্ধকার মহারণ্যে বাস
কাঁচামিঠা ফলাহারে গুহাগারে রজনী যাপন
কথা তো রাখেনি কেউ দেখে লক্ষ শিকারী দস্তুর
সাধ হ'লো মৃগয়ার শুরু হ'লো শস্ত্র ব্যবহার
তার পর চাঁদ দেখে সূর্য দেখে দেখে তারাবলী
চর্মচোখে জ্ঞানোদয় শস্ত্রসহ বস্ত্র ব্যবহার
সেদিন থেকেই যাত্রা নিয়ন্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে
সভ্যতার নামাবলী প'রে বিশ্ব মহা অস্ত্রাগার
তমসার কারাগারে আজও বন্দি সমূহ মানুষ
ধমনীতে রক্তে তার আজও চরে লক্ষ বনেচর
আজও তার মনোভূমে চরে লক্ষ হিস্র জাগুয়ার
অশুভর প্রতি তার অনুরাগ আজও অফুরান
কথা ছিলো ফলাহারে গুহাগারে রজনী যাপন
ইচ্ছার বিরুদ্ধে চ'লে নিয়ন্তার অগ্নিদগ্ধ লোক।

২৪.১০.৯৭

জন্মমৃত্যু জীবনের এপিঠ ওপিঠ

শত্তরে দিয়েছি পা মনে হচ্ছে ডাকছে যেন কে
ইথার তরঙ্গে কার স্বর যেন ভেসে আসছে কানে
হাতছানি দিয়ে যেন আমাকে কে ডাকছে অনুক্ষণ
কানে-কানে বলছে যেন এসো-এসো কাছে এসো ঢুকে
পড়ো কুয়াশা-সাগরে নিয়ন্তার এ-ই নির্দেশ
আমারও ভালোই লাগছে এ সময়ে বেদন বেহাগ
বাহারে তো মধু ঝরে মধু ঝরে করুণ রাগেও
জন্মমৃত্যু খেলা এক নিয়ন্তার ইচ্ছার প্রকাশ
জন্মমৃত্যু দু-ই ভালো জীবনের এপিঠ ওপিঠ
একটি ভিন্ন অন্যটিও সশিকড় অস্তিত্ব হারায়
আর তাই নিয়ন্তার নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে
ভালো ভালো শান্ত মনে মেনে নেওয়া অন্তিমের ডাক
চরাচরও একদিন অন্ধকারে ঝ'রে যাবে হায়
অণুবিশ্ব মেনে নেবে নিয়ন্তার অমোঘ নির্দেশ।

২৭.১০.৯৭

সভ্যতা নষ্ট মেয়ে

দেবব্রত দেব কল্যাণীয়েষু

সভ্যতা নষ্ট মেয়ে তোমাকে চুবিয়ে মারবো দরিয়ার জলে
অবিরাম দেখে-দেখে তোমার হিস্র রূপ অগ্নিদাহে মরি
সর্বদাই ইচ্ছা করে তোমাকে হনন ক'রে প্রলয় নাচন
নাচি শম্ভুর মতন সভ্যতা নষ্ট মেয়ে তোমার শরীরে
সদা রক্ষ-রক্ত বয় তাই তুমি এত ভণ্ড এত হিস্র রোজ
নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড বাজাও দামামা
নর-নারী রূপ ধ'রে পথে-পথে চলে তোর রোবট বাহিনী
সভ্যতা নষ্ট মেয়ে তোমার মৃত্যু হ'লে গঙ্গাজলে স্নান
সভ্যতা নষ্ট মেয়ে মুখে তোর হিসি করবো বিষ্টা ছুঁড়বো গায়
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে তোমাকে চুবিয়ে মারা আমার শপথ
তুমি ভিন্ন অন্য কোনো ভয়াল অরাতি নেই ভুবনে আমার
হৃদয়ের রক্ত চুষে দেউলিয়া ক'রে দিলে মানব জাতিকে
মানুষ বিকৃত আজ বিক্রিত হৃদয় তার ভণ্ডামির পায়
সভ্যতা নষ্ট মেয়ে তোমাকে হনন করে দেবো শম্ভুনাচ।

২৮.১০.৯৭

স্নান করি অশ্রু-নদে আনন্দ-সাগরে

পাশের চেয়ারে ব'সে কাজ করে নবীন প্রেমিকা
তার পানে চোখ তুলে তাকাবার সময়ও পাই না
চলন্ত ফেনের মতো ব্যস্ত থাকে আমার কলম
চার পাশে ফাইল ফাইল ফণা তুলে দাঁড়ানো জনতা
চোখ ভ'রে তাকে দেখি সে-রকম সময়ও পাই না
মাঝে-মাঝে মৃদু স্বরে সে আমাকে বলে দেখো দেখো
আকাশে মেঘের ঘটা ঘন-ঘন বিদ্যুৎচমক
এখনই মোষল ধারে বৃষ্টি হবে ঝাপসা জনপদ
আর আমি জেগে উঠি প্রভাতের পাখির মতন
সূর্যকর স্পর্শে যেন জেগে উঠি মাটি-মা'র মতো
মুহূর্তের জন্য যেন কণ্ঠজুড়ে কোয়েলের গান
প্রত্যহ সে কানে-কানে ব'লে যায় যাবার সময়
আজ আসি কাল এসো দেখা হ'বে কাল আর আমি
ডুবে যাই অশ্রু-নদে স্নান করি আনন্দ-সাগরে।

২৮.১০.৯৭

ষাটেও তরুণ আমি

ষাটেও তরুণ আমি এখনো যুবতীকুল মেলে ধ'রে রূপ
কানে-কানে বলে যেন অতীব গোপন কথা (যা কোনো পুরুষ কখনো
বলে না কাকে) মেলে ধ'রে রূপ করতলে তুলে ধরে
ঝলমল রত্নাবলী সোনালি গোলাপি নীল স্বপ্নের ভুবন
ষাটেও তরুণ আমি এখনো যুবতীকুল স্তনের সুষমা
আর দেহের সোনালি প্রস্ফুট ফুলের মতো মেলে ধ'রে রোজ
অবলীলাক্রমে তারা বার-বার নিয়ে যায় স্বপ্নের ভুবনে
সে-রঞ্জিত দেশে আজো অবিরাম অহরহ আমার ভ্রমণ
ষাটেও তরুণ আমি এখনো যুবতীকুল মেলে ধ'রে রূপ
প্রেম করে রোজ চোখে চোখ মুখ পানে মুখ রেখে চেয়ে থাকে
রোজ পুষ্প-বাণে বিদ্ধ আমি হর্ষঝড়ে উন্মাদ উন্মাদ
ষাটেও তরুণ আমি জরাকে করেছি জয় যযাতির মতো
এখনো এখনো আমি চিরযুবা চিরঞ্জীব দেবতার মতো
ষাটেও তরুণ আমি এখনো যুবতীকুল মেলে ধরে রূপ।

২৯ ১০.৯৭

ক্রন্দনই নিয়তি

কেউই বুঝবে না হায় দেশ-হারানোর জ্বালা ভুক্তভোগী ছাড়া
রাষ্ট্রদ্রোহে দেশত্যাগে যে-সব দুর্ভাগা লোক দেশান্তরী হয়
কেবল তারাই জানে কী আগুনে আঙ্‌ড়া-লাল তাদের হৃদয়
দেশের অভাবে তারা মাতৃহারা শিশু যেন ভাসে অশ্রু-জলে
পরবাসী জন তারা আকণ্ঠ ডুবুডুবু অশ্রুসিন্ধু নীরে
কিংবা তারা পথহারা মরুযাত্রী জ্বলজ্বল মৃগতৃষ্ণা চোখে
কিংবা যেন অন্ধকার মহাকাশে দিশেহারা দুর্ভাগা খেচর
কেউই বুঝবে না হায় দেশ-হারানোর জ্বালা ভুক্তভোগী ছাড়া
ছিন্নমূল জন তারা অশ্রুই নিয়তি যেন কাঁদে অহরহ
কাণ্ডজ্ঞানহীন কোন্‌ দুর্বাসার ক্রোধানলে অভিশপ্ত তারা
গৌতমের অভিশাপে জরতী অহল্যা যেন হায় হায় হায়
কেউই বুঝবে না হায় দেশ-হারানোর জ্বালা ভুক্তভোগী ছাড়া
ষড়্‌ঋতু বারোমাস যেন তারা শূলে চড়া ক্রন্দনই নিয়তি
দেশের অভাবে কাঁদে কেবল স্বগত-উক্তি মাটি চাই মাটি।

৩১.১০.৯৭

প্রেমের ভুবন

কে যাও তরুণী তুমি ভুবন রাঙিয়ে
কোথায় আবাস যদি জানা যেতো নারী
সেখানে যেতাম আমি হৃদয়-চয়নে
প্রস্ফুটিত পারিজাত হৃদয় তোমার
এবং হৃদয় থেকে পুষ্পদল তুলে
রূপে তার স্পর্শে তার এবং সৌরভে
ঘুমাতো হৃদয় গন্ধে তার ভ'রে যেতো
আমার সমস্ত সত্তা চেতনার ঘর
কে যাও তরুণী তুমি ভুবন রাঙিয়ে
মুহূর্তের জন্য থামো নাম জেনে নিই
নামধাম জেনে নিলে প্রেম জমে ভালো
নাম ধ'রে ডাকবো আমি কাছে এসে তুমি
হাত ধ'রে নিয়ে যাবে মোহন বাড়িতে
নিয়ে যাবে সুমধুর স্বপ্নের ভুবনে।

২২. ১১. ১৯৯৭

কীযে দেখলাম আমি নারী তোর চোখে

কীযে দেখলাম আমি নারী তোর জ্বলজ্বল ঝলমল চোখে
লাল আলো নীল আলো সোনা-রং হীরা-রং আলোর ঝিলিক
দেখে চোখে এ হৃদয় গ'লে গেলো রৌদ্র-স্নাত হিমানীর মতো
সুকোমল নবনীর মতো যেন গ'লে গেলো আমার হৃদয়
কীযে দেখলাম আমি নারী তোর জ্বলজ্বল ঝলমল চোখে
একি প্রেম সোনা-রং হীরা-রং জ্যোৎস্না-রং প্রেমের মাধুরী
লাল রং নীল রং কমলা রং শুভ্র রং প্রেমের মাধুরী
লাল আলো নীল আলো হীরা-রং সোনা-রং আলোর ফাগুন
কীযে দেখলাম আমি নারী তোর জ্বলজ্বল ঝলমল চোখে
বল্, বল্, বল্, নারী একি প্রেম নাকি তোর রাঙা ছলাকলা
প্রেমাগুনে কামাগুনে পুড়ে তুই ডেকেছিলি ঝলমল চোখে
নাকি মহা মোহজাল সৃষ্টি ক'রে চেয়েছিলি জয়-জয় খেলা
নাকি রাঙা ছলকলা-যোগে তুই চেয়েছিলি হৃদয় হরণ
কীযে দেখলাম আমি নারী তোর জ্বলজ্বল ঝলমল চোখে।

২৪. ১১. ১৯৯৭

সনেটের ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব নয়

তোমার মোহন রূপ সনেটের ফ্রেমে বাঁধা সম্ভব নয়
উড়ু-উড়ু কালো চুল কেচ্ছার তন্বীর মতো দীর্ঘ কালো চুল
ও বিচিত্র ছাদে বাঁধা তোমার কাজল চুল অপরূপ রূপ
ধ'রে নীলার মুকুট কিংবা মেঘের টুপুর হ'য়ে ওঠে রোজ
তোমার কাজল চোখ কভু স্বর্ণদীপ কভু হীরার প্রদীপ
কখনো বা প্রস্ফুটিত নীল জবা কিংবা যেন পাকা কালো জাম
এবং শরীর যেন সোনার তুলিতে আঁকা সুষমার গাছ
যেন তুমি আলো-গড়া জ্যোৎস্না গড়া দেবদূতী স্বর্গের মাধুরী
তোমার মোহন রূপ শিল্পের আধারে বাঁধা সম্ভব নয়
আর তাই যতক্ষণ চোখের আড়াল নও ততক্ষণই তুমি
পূর্ণিমার লাল চাঁদ প্রত্যূষের নবারুণ পূর্বাশার ভালে
ততক্ষণই তনুমন তোমার বন্দনা করে দেবীজ্ঞানে রোজ
চোখের আড়াল হ'লে মনোভূমে সূক্ষ্ম দেহে করো যাতায়াত
অনুভূতি অনুভবে চেতনার কোষে-কোষে সদা অস্ত চাঁদ।

২৬.১১.৯৭

ইচ্ছা করে তাকে আমি নাম ধ'রে ডাকি

ইচ্ছা করে তাকে আমি নাম ধ'রে ডাকি
নাম ধ'রে ডেকে উঠবো শুনুক সবাই
তার নামে মধু ঝরে বুকের ভিতর
কৃষ্ণের বাঁশিতে যেন রাধা-রাধা ধ্বনি
ইচ্ছা করে তাকে আমি নাম ধ'রে ডাকি
সর্ব অঙ্গে বয়ে যাক আনন্দ-প্রবাহ
সে-প্রবাহে স্নান ক'রে চিরসুখী হ'বো
এ জীবন হ'য়ে যাবে বাহার রাগিণী
ইচ্ছা করে তাকে আমি নাম ধ'রে ডাকি
পথে-ঘাটে ডাকি তাকে প্রিয়া-প্রিয়া ব'লে
রানী-রানী ডেকে দিই সর্ব অঙ্গে চুমু
সভ্যতা চুলোয় যাক নির্জনে যাবো না
পথে রাজপথে হবে প্রেম-প্রেম খেলা
জীবকুলে খোলামেলা প্রেম-প্রেম খেলা।

২৬.১১.৯৭

তুমি যে বাসো না ভালো তাও বন্ধু ভালো লাগে

তুমি যে বাসো না ভালো চোখ তুলে তাকাও না আর
দেখা হ'লে কথা ব'লে হর্ষঝড় তুলো না হৃদয়ে
তাও বন্ধু ভালো লাগে বেদনার স্রোতে ভাসমান
হ'তে আনন্দ আমার সুখদুখ সোদর আমার
তুমি যে বাসো না ভালো হাসি মুখে তাকাও না আর
দেখা হ'লে সুমধুর বাক্‌জালে করো না বিজয়
শরীরী সুষমা মেলে এ হৃদয় করো না হরণ
তাও বন্ধু ভালো লাগে সুখদুখ আমার স্বজন
তুমি যে বাসো না ভালো অনাহত তবুও হৃদয়
আনন্দ-বেদনা প্রিয় জীবনের এপিঠ ওপিঠ
আঁধারে আলোক ভালো অতি আলো ধাঁধায় নয়ন
আগুনে আলোকে আলো অন্ধকারে তিলমাত্র ভেদ
সুখদুখ একাকার তুল্যমূল্য আনন্দ সন্তাপ
তুমি যে বাসো না ভালো এ হৃদয় অপ্রসন্ন নয়।

৪.১২ ৯৭

তন্বী তরুণী তুমি ভালোবাসো যদি

তন্বী তরুণী তুমি ভালো বাসো যদি
সোনালি অধরে আমি মধু হ'য়ে ঝরি
তোমার তৃষিত দেহে বর্ষা হ'য়ে নামি
তোমাকে সাজিয়ে দিই নীলাম্বরে নারী
খোঁপায় পরিয়ে দিই হেমবর্ণ ফুল
কর্ণে পরিয়ে দিই নীলমণি-দুল
তন্বী তরুণী তুমি ভালোবাসো যদি
প্রবাল অধরে দিই মধুর চুম্বন
তন্বী তরুণী তুমি ভালোবাসো যদি
আকাশ সাজিয়ে দিই লাল মেঘে মেঘে
ভুবন সাজিয়ে দিই মন্দার প্রসূনে
গাছে-গাছে এনে দিই পাখির কাকলি
অন্ধকারে জ্বেলে দিই তারার দেয়ালি
তন্বী তরুণী তুমি ভালোবাসা যদি।

৫. ১২. ১৯৯৭

আলোর আগুন

চোখে চোখ রেখে নারী গল্প করো নীলাগুন জ্বেলে
তুমি কী জানো না নারী চোখে চোখে কথা হ'লে ঝড়
ওঠে প্রাণে কীযে ঝড় কীযে ঝড় আলোকের ঝড়
নাকি আগুনের ঝড় খুব ক'রে উঠে আসে প্রাণে
চোখে চোখে কথা হ'লে হে রমণী তাথৈ তাথৈ নাচে
প্রণয়-সাগর আর ঝড় ওঠে ঝড় ওঠে প্রাণে
অনুভূতি অনুভবে ঝড় ওঠে শুধু ওঠে ঝড়
উথাল পাতাল সিন্ধু মর্মমূলে চেতনায় দোলে
চোখে চোখ রেখে নারী কথা হ'লে লালাগুন জ্বলে
সুষমার ঝড়ও নারী দুর্নিবার আগুন আগুন
চোখে চোখে কথা হ'লে দুর্নিবার জ্যোৎস্না জ্বলে প্রাণে
সুষমার ঝড়ও নারী বহুবর্ণ আলোর আগুন
তোমার প্রণয় নারী বহু বর্ণ আগুনের ঝড়
তোমার প্রণয় নারী বহু বর্ণ আলোর আগুন।

৬.১১ ৯৭

বেদন বেহাগে ভেসে.....

অমন করুণ মুখে অমন করুণ চোখে চেয়ো না সুন্দরী
তোমার করুণ আঁখি কষাঘাত করে নারী হৃদয়ে আমার
আর এ হৃদয়ে ব'সে কে যেন ক্রন্দন করে সমস্ত সর্বরী
কে যেন বেহাগ রাগে সকরুণ গান গায় সমস্ত সর্বরী
অমন করুণ মুখে অমন করুণ চোখে চেয়ো না সুন্দরী
এ হৃদয় ভেঙে-চুরে খানখান ছত্রখান হ'য়ে যায় নারী
দাউ-দাউ অগ্নিকুণ্ডে প'ড়ে যেন এ হৃদয় পোড়ে অহরহ
যেন মহাঝড়ে প'ড়ে অবিরাম ডানা ঝাড়ে চেতনা আমার
সকরুণ মুখ তুলে সকরুণ চোখ তুলে চেয়ো না সুন্দরী
গোলাপি হাসির ফুল প্রস্ফুটিত ক'রে মুখে চেয়ে থাকো নারী
বেদন বেহাগে ভেসে হৃদয় ক্রন্দন করে অহরহ নারী
সুকোমল জ্যোৎস্নালোকে স্নাত হ'বো একবার স্মিতা হও নারী
সোনালি গোলাপি প্রেম একবার চোখে জ্বেলে তাকাও সুন্দরী
বেদন বেহাগে ভেসে হৃদয় ক্রন্দন করে অহরহ নারী।

৭. ১২. ১৯৯৭

কামাগুন আমার নিয়তি

জানি জানি জানি তুই প্রেমহীন নিষ্ঠুর কামিনী
তবু তোর রূপজালে বন্দি রোজ রূপের বহর
বার-বার বিদ্ধ করে প্রাণ আর আমি প্রতিদিন
ভিখিরীর মতো তোর ঠ্যাং চাটি দুয়ারে দাঁড়াই
আর তুই মোহজাল সৃষ্টি ক'রে অপলক চোখে
তাকিয়ে থাকিস নারী প্রতিদিন সে সোনালি জালে
পতঙ্গের মতো আমি বন্দি হ'য়ে কামাগুনে পুড়ি
বেদনাও পু'ড়ে মরে কামাগুনে পুড়ে-পুড়ে রোজ
জানি জানি জানি তুই প্রেমহীন নিষ্ঠুর কামিনী
তোর ও আমার মাঝে সাঁকো রোজ কামজ আগুন
মোহজাল সৃষ্টি ক'রে প্রতিদিন বন্দি ক'রে তুই
সোনালি বেগুনি নীল কামনার ঝড়ে ফেলে দিস
জানি জানি নিয়ন্তার দুর্নিবার অভিপ্রায়ও তাই
সে-কারণে প্রেম নয় কামাগুন আমার নিয়তি।

১৪.১২.৯৭

যে-খেলার জোরে

পরিচিতা নও তুমি তবু কেন নীলাগুন জ্বেলে
চোখে চেয়ে থাকো নারী এ কি তবে প্রণয় আগুন
প্রেমানলে কামানলে জ্ব'লে যদি হাত ধরো নারী
তোমাকে দেখাবো আমি মাঝরাতে নন্দন কানন
সে-কাননে হাস্নুহানা ফুল ফোটে ফোটে গন্ধরাজ
পারিজাত ফুল দোলে নৃত্য করে মন্দার প্রসূন
সুবাতাসে লাস্যময়ী নারী তুমি মধুর আগুন
সুপবনে নৃত্যপর নর আমি মধুর আগুন
পরিচিতা নও তুমি তবু কেন নীলাগুন জ্বেলে
হৃদয় হরণ করো তনুমন করো বশিভূত
এ কি তবে প্রেম-প্রেম খেলা নারী জয়-জয় খেলা
যে-খেলার জোরে তুমি ব্যাঙ্-জ্ঞানে পুরুষ শাসন
করো নিরবধি কাল যে-খেলার ফাঁদে পড়ে রোজ
সমস্ত পুরুষ-জাতি নারী ভজে কিংকরের প্রায়।

১৬.১২.৯৭

মানবিনী হও যদি

কাছে এসো দেখি দেখি কতটুকু মানবিনী তুমি
মানবিনী হও যদি খুলে দেবো হৃদয়ের দোর
হবে তুমি প্রিয় বন্ধু প্রাণাধিক প্রেমিকা আমার
হবে তুমি শিরোমণি ইন্দ্রমণি কবিতা আমার
মানবিনী হও যদি খুলে দেবো হৃদয়ের দোর
মহারানী ডেকে করে তুলে দেবো প্রনয়-প্রসূন
কবিতা লক্ষ্মীর মতো পাদপদ্মে পূজা দেবো রোজ
স্বর্গের কামিনী ভেবে পাদপদ্মে পূজা দেবো রোজ
মানবিনী হও যদি দেখা হবে হৃদি-বৃন্দাবনে
তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে সব সুর সেধে যাবো রোজ
ফনীমনসার বনে ব'সে শঙ্খচূড়-বিষ খাবো
মথিত সাগর থেকে তুলে খাবো তরল গরল
মানবিনী হও যদি খুলে দেবো হৃদয়ের দোর
তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে সব সুর সেধে যাবো রোজ।

১৯. ১২.৯৭

প্রতিদিন পাপড়ি ছিঁড়ি তোর

জানি তুই ফন্দিবাজ প্রেমহীন হৃদয়-বিহীন
তবু তোকে প্রেমে ডাকি স্বপ্ন দেখি রোজ
তাহ'লে কী কামানলে জ্বলে পুড়ে তোকে ডাকি নারী
প্রেমে নয় রূপানলে জ্বলে পুড়ে তোকে ডাকি নারী
কামজ কুসুম ভেবে পাপড়ি তোর ছিঁড়ে ফেলি রোজ
লম্পটের প্রেমে পু'ড়ে প্রতিদিন তোর কাছে যাই
সুকোমল শরীরের মোহে প'ড়ে সুগোল স্তনের
প্রলোভনে তোকে আমি প্রতিদিন বুকে টেনে নিই
ভালোবেসে নয় নারী কোথা আছে নিকষিত হেম
দেহজ সুষমা তোর পান ক'রে রোজ কামানলে
জ্বলে পু'ড়ে মরি আমি অঙ্গজুড়ে ওঠে রাঙা ঝড়
আর তাই লম্পটের মতো তোকে ভোগ ক'রে রোজ
খুশি আমি প্রেম নিয়ে মাথা ব্যথা সামান্য আমার
কামজ কুসুম ভেবে প্রতিদিন পাপড়ি ছিঁড়ি তোর।

২২.১২.৯৭

ঝলমল গোলাপি আগুন

মাঝরাতে তাকে আমি আলিঙ্গনে বন্দি করি রোজ
সে তার জানলাগুলো খুলে দেয় নিয়ন আলোয়
মুখ তার আলোকিত তারাপুঞ্জ করে ঝলমল
ঘন কালো চুল তার একফালি নীল মেঘ যেন
হলুদ জবার মতো রূপ তার চোখের পুলক
সোনার থামের মতো উরু তার চোখের পুলক
স্তন তার রস ঠস্‌ ঠস্‌ দুটি মালধোয়া আম
যোনি তার নীলপদ্ম মুখে তার রক্তিম পরাগ
মাঝরাতে তাকে আমি আলিঙ্গনে বন্দি করি রোজ
রস ঠস্‌ ঠস্‌ দেহ থেকে তার নোনতা মধু ঝরে
সে-মধুর এত স্বাদ অমৃতের মতো লাগে জিবে
নগ্ন দেহে রূপ জ্বলে দাউ-দাউ সোনালি আগুন
সে-আগুনে পু'ড়ে-পু'ড়ে হর্ষ-সিন্ধু জলে ভাসে চিৎ
স্তাবর জঙ্গম জুড়ে ঝলমল গোলাপি আগুন।

২৩.১২.৯৭

পর-পুরুষের প্রেম

ঠোঁটে ঠোঁট মুখে মুখ দেহ' পরে দেহ রেখে রোজ
অঙ্গ-রস পান করো দেহ নিয়ে খেলা করো রোজ
জানতে চেয়ো না নর কখনো এ মনের খবর
পর-পুরুষের প্রেম মনে জ্বালে খুশির আগুন
পর-পুরুষের প্রেমে করতলে জ্বলে লাল চাঁদ
মাথার উপর জ্বলে ঝলমল তারার বাগান
সিঁদুরে মেঘের মতো রূপরাজ পরকীয়া প্রেম
ঝলমল রামধনু জ্বলে যেন মেঘলা আকাশে
জানতে চেয়ো না নর কখনো এ মনের খবর
নিয়ত নারীর মন ফুল থেকে ফুলে ওড়ে রোজ
রূপবান বৃক্ষ থেকে বৃক্ষে উ'ড়ে আনন্দ-বিভোর
পর-পুরুষের প্রেম ঝলমল নিকষিত হেম
সর্ব অঙ্গে জ্বলজ্বল স্বর্ণফুল গোলাপি আগুন
পর-পুরুষের প্রেম রংধনু রামধনু রোজ।

২৪.১১.৯৭

অপ্রেমের রং কীরকম

বলো বলো রমানাথ অপ্রেমের রং কীরকম
কীরকম রূপ তার কীরকম মুখের গড়ন
শোনো শোনো রমানাথ রং তার কাকের ডানার
মতো কালো রং তার ঘুঘুর পাখার মতো মেটে
বিবর্ণ ধূসর রং ঝ'রে পড়া কদমের মতো
ধূসর মেঘের মতো সদা তার মুখের গড়ন
রূপ তার মৃতপ্রায় শালিকের মুখের মতন
কালো পাথরের মতো রূপ তার ভীষণ নির্মম
শোনো শোনো রমানাথ অপ্রণয়ও মন্দ নয় খুব
সোনা মুখই ভেসে এসে ফেটে পড়ে বজ্রের মতন
শিরে ঝরে অগ্নিবাণ প্রাণ কাঁদে ঝঞ্ঝার আঘাতে
অপ্রণয়ও মন্দ নয় চাঁদমুখ দুঃখ দেয় খুব
মহৎ দুঃখও হায় অফুরান অমৃত সমান
কলার মান্দাসে ভাসে দুঃখ কোলে বেহুলা সুন্দরী।

২৫.১২.৯৭

স্মৃতির সাগরে তুমি হেমবর্ণ ফুল

স্মৃতির সাগরে তুমি হেমবর্ণ ফুল
তাতে আমি নৃত্যরত পুরুষ-ভ্রমর
হ'য়ে মধু করি পান সে মধু-র স্বাদ
যেন অপার্থিব গান সে-ফুলের এত
ঘ্রান অযুত গোলাপ কিংবা অর্বুদ
রজনী-গন্ধা যেন ছড়ায় সৌরভ
সে-ফুলের এত রূপ নীলিম সাগরে
কমলে কামিনী যেন বায়ু-ভরে দোলে
স্মৃতির সাগরে তুমি হেমবর্ণ ফুল
মুহুর্মুহুঃ নৃত্যরত নীল বর্ণ দেউয়ে
আর আমি তোমাকেই কেন্দ্র করে রোজ
প্রতিক্ষণ ভ্রাম্যমান নীল সিন্ধু জলে
স্মৃতির সাগরে তুমি হেমবর্ণ ফুল
সে-ফুলের গন্ধে আমি মাতাল ভ্রমর।

৬.১.৯৮

কী এক দিব্য বিভা

কী এক দিব্য বিভা তোর প্রেম নারী
যে–প্রেমের রূপ দেখে নির্বাক পুরুষ
তোর প্রেম কণ্ঠে তার মণি-হার যেন
কিংবা যেন সচন্দন মন্দার-মালিকা
শতেক রাজার ধন তোর প্রেম নারী
অফুরান রূপ তার ইন্দ্রধনু যেন
কী এক দিব্য বিভা তোর প্রেম নারী
দেব-নর নৃত্য করে তোর প্রেমে ম'জে
আর পুরুষের প্রেমও নারী তোর কাছে
আলোর ঝালর সদা বার-বার রূপ
দেখে তার অন্ধ তুই বন্দি প্রেম-জালে
ইন্দ্রধনু ইন্দ্রজাল নাচে করতলে
পুরুষের প্রেমও নারী দিব্য গন্ধময়
আর তাই প্রতিদিন প্রেমবন্দি তুই।

১৪.১.৯৮

ভালোবাসা অজর অমর

ভালোবাসা মৃত্যুহীন অজর অমর
দেখা হ'লে মুখে তার কী মধুর হাসি
যেন নীল মেঘ-খণ্ডে বিদ্যুৎ-চমক
আন্দোলিত প্রেম-ফুল ফুটে ওঠে মুখে
ঝলমল ভালোবাসা জ্বলে কালো চোখে
অন্ধকারে দেখা হ'লে বিভা জ্বলে গায়
অনাবৃত রূপ মেলে সুষমা ছড়ায়
হাসি-খুশি লাস্যময়ী কৃষ্ণ বর্ণ বৌ
ভালোবাসা মৃত্যুহীন অজর অমর
একবার জন্ম নিলে রক্তবীজ যেন
বিরহ চায় না প্রেম প্রতিক্ষণ চায়
মধুর মিলন তাই বেদন বেহাগে
তার ভীষণ অরুচি প্রেম শুধু চায়
রোজ সন্নিকটে বাস মধুর আগুন।

২৭ ২.৯৮

হাত ধরো হাত ধরো নারী

ঘোর কলি কালরাত্রি পাখা ঝাড়ে ভূ-ভারতে আজ
শুকতারা ধ্রুবতারা সূর্য চাঁদ ডুবে গেছে জলে
এখন মানুষ আর মানুষের সহচর নয়
কেউ কারো বন্ধু নয় ধারে দূরে চরে দুর্যোদন
অন্ধকারে নৃত্য করে এক শো কোটি কৃদান্তের চর
পথে-পথে অনালোক বিভাহীন আলোহীন ঘর
একটিও অ-মৃত তারা জ্বলজ্বল জ্বলে না আকাশে
অচিরাৎ মন্বন্তর ভূ-ভারতে বাঁচবে না কেউ
কালরাত্রি তবু তুমি সহচরী হে আমার নারী
হাত ধরো হাত ধরো ঢুকে পড়ি নিজস্ব বিবরে
তোমার অমরা হবো তুমি হবে আমার অমরা
তোমার প্রণয়-মধু পান ক'রে হবো চিরঞ্জীব
আমার প্রণয়-সীধু পান করে হবে তুমি দেবী
নিজস্ব বিবরে নারী জ্বলে উঠবে আলোর দেয়ালি।

২৬. ৩. ১৯৯৮

পরস্ত্রী সুন্দরী সদা

পরস্ত্রী সুন্দরী সদা মণির প্রতিমা
দেবীর মতন মুখ তমবর্ণ চুল
তাকে ঘিরে হৃদিভূমে নাচে মধুরিমা
অনাবৃত দেহ তার সুষমার ফুল
হাসি তার অন্ধকারে ঝলমল আলো
রূপ তার প্রস্ফুটিত ফুলের আসর
নিমেষেই তারাফুল তার সব কালো
তার সব ছলাকলা সুধার সাগর
পরস্ত্রীর ভালোবাসা শ্রীরাধার প্রেমে
যেন ধুয়ে দেয় হৃদি তাকে দিই ডাক
মন-কুঞ্জবনে আমি প্রেমভূমে নেমে
বৃষ্টিপাত দেয়া দেয় গুড়ুগুড়ু ডাক
পরকীয়া প্রেমগন্ধে মাতাল হৃদয়
চেতনার কোষে-কোষে সূর্যের উদয় ।

১৩ ৫ ৯৮

দিব্য চক্ষু চাই

কেন জন্ম কেন মৃত্যু কেন নীলাকাশ
তারার জগৎ কেন মাথার উপর
কেন সূর্য কেন চাঁদ উষার উদ্ভাস
অন্ধকারে ঝ'রে পড়ে কেন চরাচর
কেনযে সাগর নাচে প্রলয় নাচন
পৃথিবীর দেশ কেন সাভানা প্রান্তর
কেন জনপদ কেন সুন্দর ভুবন
কেন পুষ্প কেন বৃক্ষ কেন চরাচর
হে নিয়ন্তা দয়া করে দিব্য চক্ষু দাও
সৃষ্টির রহস্য-জাল ছিন্ন হ'য়ে যাক
স্নান ক'রে আলোকের ঝর্না-ধারায়
হর্ষ-অশ্রু-জলে দু'টি চোখ ভিজে যাক
হে নিয়ন্তা দয়া ক'রে দিব্য চক্ষু দাও
স্নান করি আলোকের ঝর্না-মালায়।

১৯ ৫ ৯৮

অনন্তের হাঁক

দীর্ঘদিন এ পৃথিবী ছিলো বাসস্থান
পুত্র-পরিজন ছিলো গায়ের গহনা
নারীর মধুর মুখ ছিলো সুর গান
আর তার প্রেম ছিলো নির্মল জ্যোৎস্না
আর আজ মুহুর্মুহুঃ অন্তিমের ডাক
মধুময় পৃথিবীর ভালোবাসা-জাল
চুর-চুর অন্ধকারে লয় হবে বাক
নিয়ন্তার নির্দেশ এ আমার কাপাল
তবু মন ভারাক্রান্ত কখনো হয় না
কেননা মরণ মানে অনন্তের ডাক
তারাবাড়ি নীলাকাশ হাওয়ায় ঠিকানা
এবং ঠিকানা রোজ ধুলোবালি পাঁক
এ পৃথিবী পরবাস অন্তিমের ডাক
যেন অনন্তের হাঁক বাজে তার শাঁখ।

২০. ৫. ১৯৯৮

হে পৃথিবী নারায়ণী

হে পৃথিবী নারায়ণী রানী-মা আমার
এই সব নীলগিরি মা তোমার স্তন
স্তন থেকে ঝর্না বয় অমৃত আসার
নীলগিরি স্তন মাগো নয়ন-রঞ্জন
মা তোমার অঙ্গজুড়ে সবুজ সাগর
কুলুকুলু নদী বয় নীল জলরাশি
সোনার ফসল আর ফুলের আসর
শিরোপরে সূর্য চাঁদ তারকার হাসি
ষড়্-ঐশ্বর্যময়ী জননী আমার
জন্ম থেকে স্নেহ-ডোরে সদা বন্দি পায়
তোমার আদেশে মাগো শ্রাবণ আষাঢ়
সর্ব অঙ্গ ধুয়ে দেয় শান্তির ধারায়
হে পৃথিবী নারায়ণী রানী-মা আমার
অনন্ত প্রণাম মাগো শ্রীপদে তোমার।

২১. ৫. ১৯৯৮

ভালোবাসা বড় জাদুকর

প্রেম-বাণে বিঁধো যদি খুলে দেবো হৃদয়ের দ্বার
নিরজনে ডেকে নিয়ে কৃষ্ণ চুলে বন্দি ক'রে নেবো
চোখ থেকে বিষ ঢেলে সুধাসিন্ধু দেবো উপহার
বার বার শতবার অফুরান রূপ মেলে দেবো
প্রেম-বাণে বিঁধো যদি নগ্ন অঙ্গ দেবো উপহার
অন্ধকারে কস্তুরীর গন্ধে রোজ ভ'রে দেবো প্রাণ
নীলালোকে ঝলমল স্তনহার দেবো উপহার
অঙ্গময় শুরু হবে দুর্নিবার মধুর তুফান
দেহ-তরী বেয়ে-বেয়ে কোথা থেকে কোথা যাবো নর
আলোপথে ছায়াপথে হবে রোজ প্রমোদ-ভ্রমণ
প্রেম-ঝড়ে বার বার দুলে উঠবে বিশ্বচরাচর
দেহ-তরী বেয়ে-বেয়ে পেয়ে যাবো মধুর ভুবন
মর্ত্য থেকে মর্ত্যে যাবো স্বর্গ থেকে স্বর্গে যাবো নর
তুমি নর আমি নারী ভালোবাসা বড় জাদুকর।

২৬.৫.৯৮

মুহূর্তের জন্য যেন স্বপ্নিল আসাম

অমল হাসিতে তার স্নান করলাম
মুহূর্তের জন্য যেন দিব্য জীবন
স্বর্ণকমল তার মুখে ফোটালাম
ক্ষণিকের জন্য যেন মোহন ভুবন
সর্ব অঙ্গে হাসি তার চোখ জুড়ে হাসি
সমস্ত শরীর তার যেন লাস্য করে
মুহূর্ত বাজালো যেন কানু তার বাঁশি
ক্ষণিকের জন্য কেবা পুষ্পবৃষ্টি করে
অমল হাসিতে তার স্নান করলাম
মুহূর্তের জন্য রাধা যেন কুঞ্জবনে
যুগল কমল তার চোখে ফোটালাম
মুহূর্তের জন্য আলো আমার নয়নে
অমল হাসিতে তার স্নান করলাম
মুহূর্তের জন্য যেন স্বপ্নিল আসাম।

২৭.৫.৯৮

সবকিছু ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু

প্রতিক্ষণ মনে হয় সবকিছু মায়া-মরুচিকা
সবকিছু রংধনু রামধনু আকাশকুসুম
যে-রমণী সন্ধে বেলা লাস্যময়ী প্রোজ্জ্বল প্রেমিকা
প্রভাতে সে ঝরা ফুল চুর-চুর প্রেমের মরশুম
চোখের নিমেষে বন্ধু সাঙ্গ করে জীবনের খেলা
আলো দেখে যাত্রা শুরু ধেয়ে আসে চঞ্চল আলেয়া
গান ভেবে কান পাতি কী বে-সুর কানে লাগে তালা
শীতের রোদ্দুরে শুনি কড়্‌কড়্‌ ডেকে ওঠে দেয়া
এ দেশ মায়ার দেশ সবখানে খেলা করে মায়া
সবখানে আলো-ছায়া মৃগতৃষ্ণা মেঘালোক খেলা
এ দেশের সবকিছু ইন্দ্রজাল মায়াজালে ছাওয়া
হাটে ঘাটে সবখানে ইন্দ্রজাল মায়ামৃগ-মেলা
দৃশ্যত সুন্দর দেশ আসলে তা তমসা অপার
সবখানে ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনু প্রচ্ছন্ন আঁধার।

২৮. ৫. ১৯৯৮

জীবন-নদীর জল কুয়াশা-আবৃত

কেউ আছো জীবনের অর্থ ব'লে দেবে
কেন জন্ম কেন মৃত্যু কেন যাতায়াত
কেন প্রেম কেন ঘৃণা যুদ্ধ বার বার
জীবনের গায় কেন অমন কুয়াশা
কেউ যদি প্রান্ত দেখে মধ্য-লোক থেকে
যায় দৃষ্টির আড়ালে কেউ যদি উর্ধ
দেখে অধঃলোক তবে আঁধারে আচ্ছন্ন
কেউ আছো জীবনের অর্থ ব'লে দেবে
জীবন-নদীর জল কুয়াশা-আবৃত
ঘাটী দিয়ে জল তুলে স্নান করে লোক
নিয়ন্তার নির্দশ এ জীবনের অর্থ
খোঁজা শিলে মাথা ঠোকা তুল্যমূল্য কাজ
জন্মান্ধের কাছে আলো-আঁধি একাকার
জীবন-নদীর জলে প্রবেশ নিষেধ।

৩.৮.১৯৯৯

নীল খামে চিঠি লিখে কন্যার বান্ধবী

মাঝে মাঝে নীল খামে চিঠি লিখে কন্যার বান্ধবী
বুঝি না আমি কী ষাটে পুনর্বার যুবক যযাতি
হবেওবা সে আমাকে বলেছিলো ষাটেও আপনি
রূপরাজ দৃপ্ত যুবা দুই চোখে গোলাপি আগুন
হবেওবা আজো পথে দেখা হ'লে যুবতীর দল
সোনালি নয়ন তুলে পূর্বরাগে ভ'রে দেয় মন
প্রেম-বিদ্ধ কেউ-কেউ স্তনচূড়া নীরবে দেখায়
কেউ-কেউ মেঘ-নীল এলো চুল বাতাসে দোলায়
হবেওবা একদা-যে বলেছিলো অভিজ্ঞা রমণী
পঞ্চাশে পঁচিশে কিংবা ষাটে ত্রিশে প্রেম জমে ভালো
ভালোবাসা উছ্‌লে পড়ে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো
বয়স ব্যাপার নয় প্রেম-রাজ্যে প্রণয়ই ব্যাপার
সে কারণে নীল খামে চিঠি লিখে কন্যার বান্ধবী
আমিও সোনালি খামে দিই তার চিঠির জবাব।

৫.৮.১৯৯৮

সব প্রেম নিকষিত হেম

বলো-বলো-বলো নারী বার-বার পরপুরুষের
প্রেমে কেন অন্ধ হও বার-বার প্রজাপতি-প্রায়
কেন ছোটো তার পানে বার-বার অবৈধ প্রেমের
লোভে কেন ছোটো নারী কী পীযূষ করো আহরণ
বলো-বলো-বলো নারী কী আনন্দ অবৈধ প্রণয়ে
কী মধু কী মধু চাখো স্বর্গ-সুধা বিষল্যকরণী
বুঝি অবৈধ প্রণয়ে বলো-বলো কী ভাবে হৃদয়ে
তারাভরা আকাশের জন্ম দেয় পরকীয় প্রেম
শোনো-শোনো-শোনো নর প্রেম-রাজ্যে অবৈধ বা বৈধ
কিছু নেই একাকার স্বকীয় বা পরকীয় প্রেম
কেনা চায় বহু প্রেম ইন্দ্রে মজে অহল্যা সুন্দরী
প্রথম পার্থেরও প্রেম স্বপ্ন দেখে পাণ্ডব ঘরণী
সব প্রেম নিকষিত হেম তাই স্বর্গে মর্ত্যে করে
যাতায়াত রাধা-রাধা ডেকে কানু বাজান বাঁশরী।

১১.৮.১৯৯৮

সর্ববীর জলছবি খুব প্রয়োজন

এখন হাতের কাছে শরীরী সর্বরী নেই তাই
হৃদয় অসুখী খুব প্রায়শই বিরহে তাহার
রাত কাটে জাগরণে অশ্রুজলে ভিজে উপাধান
জলছবি তার থাকতো যদি হাতে মূহূর্তের জন্য
অনুপম লাল চাঁদ দেখা দিতো পূর্বাশার ভালে
দেখতাম অরুণাভ চোখ তার অরুণাভ মুখ
মুহূর্তের জন্য স্পর্শমণি লেগে হিরণময় হয়ে
যেতো আমার হৃদয় ক্ষয়ে যেতো বেদনার ধার
ছবি চাই ছবি চাই এমুহূর্তে ছবি চাই তার
এমুহূর্তে সর্বরীর জলছবি খুব প্রয়োজন
বিরহ–আগুনে পুড়ে রাত্রিভর ছবি দেখে তার
মুখের মাধুরী দেখে রূপের সোনালি দেখে রোজ
হৃদি থেকে ঝ'রে যাক যন্ত্রণার অপার অসুখ
সুষমার সুধাস্রোতে ডুবে যাক আমার সন্তাপ।

১৪.৮.১৯৯৮

পরকীয়া প্রেম ভিন্ন দিব্য ভূমি নাই

কৃষ্ণা কামিনী তুমি গাঢ় কালো চোখ তুলে যখন তাকাও
মর্মমূলে রাত্রি নামে ফুল ফোটে পোড়ো জমি হৃদয়ে আমার
যখন মদির স্বরে কথা কও হে আমার কৃষ্ণা কামিনী
বসন্ত-পখির গানে মুখরিত কালাহারি আমার হৃদয়
যখন সর্বাঙ্গ মেলে কালো চাঁদ মুখ তুলে তাকাও সুন্দরী
স্বর্ণ-চাঁদ আলো করে অন্ধকার আচ্ছাদিত আমার হৃদয়
যখন স্বর্গীয় প্রেমে অশরীরী প্রেমে ডাকো হে কৃষ্ণা রমণী
করতলে ঝলমল করে কত অমরার অনুপম চাঁদ
কৃষ্ণা কামিনী শোনো আমার জীবনে তুমি শান্তি-পারাবার
তোমার মাধুরী দেখে মনোভূমে ফুটে ওঠে কোটি পারিজাত
অপার্থিব গন্ধে তার অহোরাত্র ভরে থাকে আমার হৃদয়
কৃষ্ণা কামিনী আমি তোমার প্রণয়-মুগ্ধ কবি একজন
শেষবার শেষবার পরম প্রিয়ার মতো প্রণয় জানাই
আর কানে-কানে বলি পরকীয়া প্রেম ভিন্ন দিব্য ভূমি নাই।

২৭.৮.১৯৯৮

অমরার মণি-দ্বারে দাঁড়াই সুন্দরী

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে মধুর চুম্বন দেবে দু'গালে আমার
গোপনে প্রণয়ে ডেকে অলৌকিক সুখ দেবে সর্বাঙ্গে আমার
নিয়ে যাবে নিশীথের ফুল-বনে নির্ঝরীর গানের লহরে
কথা তো রাখনি তুমি বরং ঝঞ্ঝার রাত দিলে উপহার
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমায় রাখবে তুমি শিরোমণি ক'রে
ভালোবাসা-জলে তুমি অবিরাম ধুয়ে দেবে আমার শরীর
প্রেম-ফুলে অলৌকিক গন্ধে তার ভ'রে দেবে আমার উদ্যান
কথা তো রাখনি তুমি বরং ঝঞ্ঝার রাত দিলে উপহার
বার বার শতবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কেন করো হে কামিনী
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে কোন সুধা-সিন্ধু-তলে বার বার নাও
প্রেমে নামো প্রেমে নামো দয়া করে হর্ষ-সিন্ধু প্রেমে নামো নারী
গোপন প্রেমের মূল্য আনন্দ-লহর নারী বাহার রাগিণী
সে-বাহার রাগে তুমি বার বার হৃদি ধোও হৃদি ধু'য়ে আমি
বার বার শতবার অমরার মণি-দ্বারে দাঁড়াই সুন্দরী।

২৮ ৮.৯৮

চুর-চুর আত্মা ঘোরে ইথার তরঙ্গে

প্রতিদিন বার-বার দূরভাষে তার সাথে আমার আলাপ
অমন মধুর স্বর স্বরে তার হার মানে দোয়েল কোয়েল
আর আমি ডুবুডুবু সুমধুর তানে যেন গানের লহরে
দূরভাষে মধু ঝরে জৈষ্ঠ্যের দুপুরে আর ভাদ্রের গরমে
কী মধুর স্বর কণ্ঠে তার বাজে যেন জল তরঙ্গ রোজ
স্বরে তার সুরে যেন ইথার তরঙ্গে ভাসে আমার হৃদয়
মেঘের ভেলায় চ'ড়ে চাঁদের কিনারে ব'সে দেখি চরাচর
সেখানেও সুর শুধু সুর শুধু অবিরাম সুরের লহর
প্রতিদিন বার-বার দূরভাষে তার সাথে মধুর আলাপ
সুমধুর সুর-সম স্বর তার প্রেমবন্দি হয়ে গেছে আজ
কামবন্দি হ'য়ে গেছে স্তন তার কটী তার গোলাপি শরীর
পার্কে লেকে প্রেমিকের সাথে তার সুমধুর প্রেম-গুঞ্জরণ
ফুলে-ফুলে নীল জলে উড়ু উড়ু চূর্ণচূর্ণ আমার হৃদয়
ঝঞ্ঝাঘাতে বজ্রঘাতে চুর-চুর আত্মা ঘোরে ইথার তরঙ্গে।

২৯.৮.৯৮

ঠিকাঝির সাথে প্রেম

ঠিকাঝির সাথে প্রেম মধ্যরাতে ফুলবনে খেলা
ফিসফিস স্বরে কথা অন্ধ দেখি তারার আলোকে
ঘন কালো চুল তার মিশ-কালো তমসায় হারা
অন্ধকারে নগ্ন নারী প্রেম করে বার-বার চুমা
আমিও জড়িয়ে ধ'রে কুসুমোষ্ণ শরীর তাহার
বার-বার চুমু খাই ঘন-ঘন পড়ে দীর্ঘশ্বাস
রাত্রি শেষে সে আমায় সঙ্গমে শৃঙ্গারে ডাকে রাজা
ব'লে করে সম্বোধন আমি তাকে প্রেমামোদে রানী বলে ডাকি
আমি কোন ছার প্রেমে কুলীন বংশের কনে আর
ধীবর-কন্যায় তিলমাত্র ভেদ হয় না গোচর
আর তাই সত্যবতী প্রেমে মজে ভারত-ঈশ্বর
চণ্ডাশোক শান্তি-সুধা পান করে ধীবরীর প্রেমে
কবিতায় ঠিকাঝির প্রেম আমি করলাম কবুল
যদিচ জীবনে তার আলো-ছায়া আলো-ছায়া রূপ।

৬.১ ৯৮

আঁধারে আলোক

আমার সুষমা-তরু হে কৃষ্ণা রমণী
কালো তারা-চোখ দেখে উন্মাদ উন্মাদ
কালো চাঁদ-মুখ দেখে উন্মাদ উন্মাদ
আফিঙের ঘোরে যেন কাটে রাত্রিদিন
আমার সুষমা-তরু হে কৃষ্ণা রমণী
কালো মেঘে গড়া যেন তোমার কুন্তল
কালো ছায়া-গড়া যেন তোমার শরীর
প্রগাঢ় আঁধারে গড়া তোমার বসন
আমার সুষমা-তরু হে কৃষ্ণা রমণী
কোয়েলীর মতো স্বরে প্রেম-ভূমে ডাকো
তোমার কাজল রূপে ঢেকে এ হৃদয়
কালো দেহে দেহ রেখে দেহ ঝ'রে যাক
কৃষ্ণ গায় মুক্তি চায় আমার প্রণয়
হে কৃষ্ণা রমণী তুমি আঁধারে আলোক।

৮. ৯. ১৯৯৮

দূরভাষে কথা হয় রোজ

কখনো দেখিনি তাকে দূরভাষে কথা হয় রোজ
মনে হয় ঝলমল বৃষ্টি হবে চোখাচোখি হ'লে
কারণ তাহার স্বরে প্রতিদিন জল তরঙ্গ
বাজে নির্ঝরীর ঝরঝর ধ্বনি কানে ভেসে আসে
সে-ধ্বনি নিক্কণ যেন মর্মমূলে নৃত্য করে সুর
কানের ভিতর যেন সুমধুর তানসেনী ভোর
হবেওবা মাতা তাকে পিক বলে ডাকে অহরহ
কোয়েল-কোয়েল বলে পিতা তাকে ডাকে অহরহ
কখনো দেখিনি তাকে দূরভাষে কথা হয় রোজ
স্বরে তার সুর ঝরে ভিজে যায় আমার হৃদয়
মনে হয় দোয়েলীর স্বর যেন কোয়েলীর স্বর
যেন ভেসে আসে কানে আর আমি আলোর ভুবনে
যেন পথ-হারা পাখি বার বার উছলে পড়ে লাল
নীল সবুজের ঢেউ দূরভাষে কথা হয় রোজ।

৯ ৯. ১৯৯৮

এবার পূজায় এলে

এবার পূজায় এলে রানী ব'লে ডেকে নেবো রিমি
রাতের আঁধারে নিয়ে সর্ব অঙ্গে চুমু খাবো নারী
সংগোপনে জামদানী শাড়ি দেবো প্রীতি-উপহার
চুলের সৌরভ শুঁকে শরীরের গন্ধ চেখে রোজ
অবৈধ প্রণয়-স্রোতে ভেসে যাবো ভেসে যাবো রিমি
লাখো চোখে ধুলো দিয়ে নবমীর মধ্যরাতে হবে
সখি মধুর মিলন মাঝে মাঝে বুঝবে না কেউ
এবার পূজায় এলে রানী ব'লে ডেকে নেবো রিমি
এবার পূজায় এলে চোখ ভ'রে দেখে নেবে রিমি
অবৈধ প্রণয়ে ফোটে সাতকোটি আটলক্ষ ফুল
কত চাঁদ কত সূর্য তারা জ্বলে অবৈধ প্রণয়ে
এবার পূজায় এলে চোখ ভ'রে দেখে নেবে রিমি
কী সুখ কী সুখ প্রেমে কত চাঁদ অবৈধ প্রণয়ে
এবার পূজায় এলে রানী ব'লে ডেকে নেবো রিমি।

১৫.৯.১৯৯৮

চরাচরে কোথা আছে চর

আমার বাবার মুখ গুণবতী মায়ের মুখশ্রী
ঠাকুরদার রাজর্ষির মতো ছবি ঝ'রে গেছে জলে
আমার সোদর বোন কত বন্ধু কত পরিজন
জীবনের জমি থে'কে উড়ে গেছে পাখির মতন
কালস্রোতে ভেসে গেছে রূপবতী ঠাকুমার মুখ
উনকোটি সঙ্গী সাথী ভেসে গেছে কালিন্দীর জলে
কেঁদেও পাবো না কাকে ভেসে গেছে কালের প্রবাহে
কালের অতলে তারা ভ্রাম্যমান ছায়ামূর্তি সব
কোথায় দাঁড়াবো আমি চরাচরে কোথা আছে চর
পদতলে ভুবনের দেশ নাকি মরণের দেশ
কোনখানে ঘর বাঁধি কোথা আছে আমার স্বদেশ
চার পাশে বালিয়াড়ি মরণের দেশে ঘুরি রোজ
সবুজের চর কোথা কোথা আছে জীবনের দেশ
পদতলে মরু থর কালাহারি ধূ-ধূ বালিচর।

১৯ ৯.১৯৯৮

সে আমাকে উন্মোচিত হৃদয় দেখায়

মাঝে-মাঝে সে আমাকে উন্মোচিত হৃদয় দেখায়
আলোকিত তারাপুঞ্জ দেখি আমি হৃদয়ে তাহার
সেখানে বাঘিনী চরে সাপ নাচে দানবীরও বাস
শেয়ালের হুক্কাহুয়া কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক
ভয়ংকর সরীসৃপ রক্তপায়ী চরে রাত্রিদিন
হাস্নুহানা ফুল ফোটে সুপবন বয় অবিরাম
সে এক বিচিত্র দেশ মেঘ-নীল ছায়াবৃত রোজ
আলো-ছায়া আলো-ছায়া প্রতিক্ষণ দৃষ্টি-বিভ্রম
মাঝে-মাঝে সে আমাকে উন্মোচিত হৃদয় দেখায়
মানবী ও দানবীর মুখ ভাসে হৃদয়ে তাহার
এ হৃদয় হাসে কাঁদে রাত্রিদিন রূপ দেখে তার
ইচ্ছা করে ঘৃণা করি ভালোবেসে হাতে রাখি হাত
ভালোবাসা থেমে যায় ঘৃণা থামে সন্নিধানে তার
আর আমি মানবী ও দানবীর সহযাত্রী রোজ।

১৯.৯.১৯৯৮

তোমার পরশে প্রেম

কাজল বরণী মেয়ে হেম-তরু চোখের নিমেষে
কালো চোখ জ্বলজ্বল স্বর্ণদীপ চোখের পলকে
কালো চুল যেন কারুকাজ করা নীলার ঝালর
হৃদয়ে প্রণয় জ্বলে তাই তুমি শতরূপা রোজ
গোল স্তন নিমেষেই স্বর্ণবর্ণ শৈলচূড়া রোজ
কালো দেহ নিমেষেই হেমকাণ্ড রূপ ধরে রোজ
নাভি-ফুল দাউ-দাউ স্বর্ণকুণ্ড অনির্বাণ রোজ
হৃদয়ে প্রণয় জ্বলে তাই তুমি শতরূপা রোজ
তোমার পরশে প্রেম কালো হয় লালমণি রোজ
চন্দ্রকান্ত সূর্যকান্ত মণি হ'য়ে জ্বলজ্বল রোজ
তোমার পরশে প্রেম নিমেষেই আলো ঘর-দোর
হে মোহন প্রেম তুমি মরলোকে আলোর আগুন
তোম্যকেই কাঁধে বয়ে নর-নারী পথ চলে রোজ
পরশ-পাথর তুমি স্পর্শে সব সোনাহীরা রোজ।

৭.১০.১৯৯৮

যদিচ অনল তুমি·····

এত লাজনম্র তুমি যেন এক লজ্জাবতী লতা
সূর্যকর স্পর্শে যেন বিগলিত নবনীর প্রায়
কখনো তোলো না আঁখি মন-জুড়ে একরাশ দ্বিধা
এত অবনত তুমি যেন এক বিনীত প্রণাম
অমন নমিত তুমি ফলভারে নত তরু যেন
তবুও তোমার রূপ দাউ-দাউ মোহন আগুন
সমস্ত শরীর-জুড়ে অনির্বাণ সাহার আবাস
নবনী বা হিমানীর রূপ ধ'রে লাভার বাহার
যদিচ শ্রাবণ-ধারা নও তুমি দাউ-দাউ সাহা
তবুও তোমার দেহ অফুরান অমৃত-আধার
মন্দার প্রসূনদল পারিজাত দেহে ফোটে রোজ
তোমার দেহের গন্ধে হৃদি-বনে ওঠে লাল চাঁদ
যদিচ অনল তুমি তবু যেন প্রশান্তি-সাগর
আর এ জলধি-জলে স্নান ক'রে নির্বাক্ পুরুষ।

১২.১০.১৯৯৮

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট প্রণয় দেবতা

মাঝে-মাঝে এত হিংস্র ব্যবহার আমার প্রিয়ার
হৃদি থেকে রক্ত ঝরে মনে হয় বিষধর সাপ
কিংবা যেন বাঘিনী সে হৃদি-জুড়ে ত্রাহি-ত্রাহি নাদ
চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে সবখানে বেদনার ভার
মাঝে-মাঝে এত হিংস্র ব্যবহার আমার প্রিয়ার
মনে হয় অন্তিমের অঙ্গ ভালো শমন সুন্দর
দৃশ্যের আড়াল হ'লে শান্তি-পারাবার
মনে হয় মৃত্যু ভালো মুক্তিদূত দেবতা আমার
জানি জানি ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট প্রণয় দেবতা
একদিন হাসি তার অফুরান অমল জ্যোৎস্না
একদিন ক্রোধ তার ভয়ংকর দীপক রাগিণী
একদিন অশ্রু তার সৃষ্টি করে করুণ ট্র্যাজেডি
একদিন শার্দুলের মতো হিংস্র ব্যবহার তার
একদিন প্রেম তার সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূত ফুল।

১৬.১০.১৯৯৮

তারও সমস্যা আছে

তারও সমস্যা আছে যদি ধরা পড়ে প্রেম ক'রে
পর-পুরুষের সাথে তা হ'লে যে রক্ষা নেই আর
তাই সে গোপন প্রেম প্রাণ ভ'রে ভলোবাসে রোজ
অন্ধকারে প্রেমিকের রূপ দেখে লাস্য করে রোজ
তারও সমস্যা আছে যদি সরাসরি প্রেম করে
পর-পুরুষের সাথে ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করে রক্ত-
চক্ষু দেখায় সমাজ নিন্দাবাদে আকাশ-বাতাস
মুখরিত ক'রে তার গায় ফেলে থুথু রাশ-রাশ
পর-পুরুষের প্রেম রক্ত-চক্ষু দেখায় সমাজ
তাই গুপ্ত প্রেম ক'রে প্রেমিকের কাঁধে রেখে হাত
লাসারত রমণী সে ছলাকলা ক'রে ব্যবহার
সমাজের চোখে ছোড়ে একরাশ ধুলোর পাহাড়
পর-পুরুষের প্রেম রক্ত-চক্ষু দেখায় সমাজ
গুপ্ত প্রেম ক'রে সেও ভূ-ভারতে সতী-সাধ্বি রোজ।

১৭.১০ ১৯৯৮

ভালোবাসা মৃত্যুহীন

কখনো বিস্মৃত নও আজো জেগে মনের মন্দিরে
মনোভূমে আজো তুমি জ্বলজ্বল স্বর্গের সুন্দরী
চোখ থেকে নীল আলো টিকরে পড়ে হৃদয়ে আমার
চুল থেকে মেঘলা আলো টিকরে পড়ে হৃদয়ে আমার
কখনো বিস্মৃত নও আজো জেগে মনের মন্দিরে
মুখ থেকে স্বর্ণ-আলো টিকরে পড়ে দিবস-রজনী
সর্ব অঙ্গে প্রস্ফুটিত হেমপদ্ম সূর্যমুখী ফুল
এক স্তনে গোল চাঁদ অন্য স্তনে রাঙা সূর্য জ্বলে
হৃদয়ে আনন্দ-ঝড় ঝড়ে ওড়ে হাজার কুসুম
ফুলে ফুলে দিব্য গন্ধ এ হৃদয় গন্ধে ভরপূর
হর্ষ-ঝড়ে আজো তুমি লাস্যময়ী নারী-চূড়ামণি
আজো তুমি হৃদি-জুড়ে গীয়মান রাজার কুমারী
কখনো বিস্মৃত নও আজো জেগে মনের মন্দিরে
ভালোবাসা মৃত্যুহীন আয়ু তার সহস্র বছর।

১.১১.১৯৯৮

অমন নিঃসঙ্গ আহা

অমন নিঃসঙ্গ আহা অঙ্গ জ্বলে দুঃখের আগুনে
সমস্ত হৃদয়ময় অনির্বাণ আগুন আগুন
তরঙ্গিত দুঃখগুলি ধাই-ধাই নৃত্য করে রোজ
সোনালি বাতাস থেকে মনোভূমি শত মাইল দূর
রাতদিন দুঃখভার জ্বান্ত চিতা হৃদয়ে আমার
আনাচে-কানাচে সব মৃত নদী শুকনো পারাবার
দাউ-দাউ মহামরু রাত্রিদিন জ্বলে এ হৃদয়ে
আমার হৃদয় জুড়ে খলখল বেদনার ঢেউ
অমন নিঃসঙ্গ কেন মর্মমূলে কেন রাত্রিদিন
এত বেদনার ঝড় এ কি কাল দুর্বাসার রুদ্র
অভিশাপ আর তাই কেন্দ্র থেকে দুঃখপাতে রোজ
ছিন্নভিন্ন রক্তস্নাত লোক হবেওবা এতো এই
সভ্যতারই দান কেন্দ্র থেকে ছিন্ন হ'য়ে বাঁচতে পারে
কেউ অনিবার্য মৃত্যু তার সদা অন্ধকারে বাস।

১৬.১১.১৯৯৮

অমন নীরব কেন

অমন নীরব কেন হে আমার কৃষ্ণা কামিনী
এ হৃদয় অস্ত্রাঘাতে শস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ যেন হায়
হৃদি থেকে টপটপ রক্ত ঝরে ছিন্নভিন্ন প্রাণ
মুদ্গর-আঘাতে যেন চুর-চুর সর্বাঙ্গ আমার
অমন নীবর কেন হে আমার কৃষ্ণা কামিনী
সর্পীর কামড়ে যেন জ্বরজ্বর আমার শরীর
জীবিত না মৃত আমি অনুভবে বুঝতে পারি না
আমার দু' চোখ থেকে অন্তর্হিত দিন রাত্রিগুলি
অমন নীবর কেন হে আমার কৃষ্ণা রমণী
দক্ষিণ সমুদ্রে ডুবে ইচ্ছা করে আত্মাহুতি দিই
কিংবা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে পুড়ি তার রক্তিম পাখায়
আর যেন বার-বার ব'লে উঠি অমৃত-অমৃত
অমন নীবর কেন হে আমার কৃষ্ণা রমণী
ইচ্ছে করে কণ্ঠে বিষ ঢেলে বলি অমৃত–অমৃত।

৩.১২.১৯৯৮

হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি যাও ফিরে যাও

হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি চোখের আড়াল
হও পরবাসে যাও অনুভবে সর্ব
অঙ্গে বিরহ-আঘাত এখন আঁধার
খুব প্রিয় হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি যাও
ফিরে যাও প্রিয়াহীন ঘরে কভু জ্বলে
নাকি দীপ প্রেমাভাবে যে-জন ক্রন্দন
করে তার আছে সুখ সে-জন ক্যান্সার
রোগী দিবারাত্রি তার অসীম অসুখ
হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি যাও ফিরে যাও
তুমি আজ দুর্বিসহ চোখের অসুখ
বিরহ-আঘাতে অঙ্গ জরজর আজ
দাঁড়াতে পারি না আমি ঘুমাতে পারি না
হীরা-জ্যোতি রাত্রি তুমি যাও ফিরে যাও
প্রেমাভাবে প্রাণ-জুড়ে অপার অসুখ।

৩. ১২. ১৯৯৮

শ্মশানেই শান্তির আবাস

ডাক এলে কোথা থেকে কোথা ওড়ে ঘর-দোর-বাড়ি
মায়ের ভায়েয় কান্না দয়িতার হাজার বিলাপ
বন্ধুর রোদন আর স্বজনের সহস্র ক্রন্দন
মুহূর্তেরও জন্য আহা অন্তিমের শ্রবণে পৌঁছে না
সন্তান কান্নায় ভাসে পাড়া-পড়শি ভাসে অশ্রুজলে
অন্তিম বধীর হায় নির্বিকার পাথরের প্রায়
ডাক এলে কোথা থেকে কোথা ওড়ে ঘর-দোর-বাড়ি
পরিজন বন্ধুগণ সবই যেন মুণ্ডহীন গাছ।
ডাক এলে কোথা থেকে কোথা ওড়ে ঘর-দোর-বাড়ি
নির্বেদ নির্বেদ ভালো ভালো ভালো শ্মশানে আবাস
এই আছি এই নেই এই যদি অমোঘ বিধান
কে কার কে কার তবে কে কাহার কে কাহার হায়
এ জীবন এ ভুবন যেন এক মুণ্ডহীন মাছ
নির্বেদ নির্বেদ ভালো শ্মশানেই শান্তির আবাস।

২১. ১২. ১৯৯৮

বহু প্রেম বিশল্য-করণী

গোপনে সঙ্গমে ডেকো কোনোদিন জানবে না কেউ
কী মোহন কী মদির কী মধুর গোপন প্রণয়
মধ্যরাতে ডাক দিলে নিমেষেই সূর্যের উদয়
কাম-বাণে অঙ্গ হাসে কাম-গন্ধে মোহিত হৃদয়
গোপনে সঙ্গমে ডেকো আমি হবো পুষ্প-ধনু রোজ
প্রতি অঙ্গে সত্তা-জুড়ে এনে দেবো অমৃতের স্রোত
দেখো দেখো দেখো নারী কী গভীর গোপন প্রনয়
স্বর্গ ছেড়ে অহল্যার প্রেমে মজে শচিকান্ত রোজ।
গোপনে সঙ্গমে ডেকো কোনোদিন জানবে না কেউ
মানুষের মনোপুষ্প হাসে সদা অবৈধ প্রণয়ে
নর-নারী-কূল সদা বহু প্রেমে বহু প্রেমে খুশি
বহু প্রেম বহু প্রেম নর-নারী-চিত্ত যাচে রোজ
বহু প্রেমে নৃত্য করে দেবদেবী শচিপ্রিয় রোজ
বহু প্রেম বহু প্রেম বহু প্রেম বিশল্য-করণী।

২২.১২.১৯৯৮

সামান্য ভুলের জন্য

খুব ক'রে জমেছিলো প্রেম-প্রেম খেলা রিমি তোমার আমার
চোখে চোখ রেখে কথা নির্জনে গল্প হ'তো মুখোমুখি ব'সে
তোমার নয়ন ছিলো শুকতারা সন্ধ্যাতারা ধ্রুবতারা রোজ
তোমার মধুর স্বর ছিলো যেন নির্ঝরীর ঝিরি-ঝিরি গান
এবং শরীর ছিলো তারা-ভরা আকাশের অফুরান রূপ
মৃদু স্বরে ডাক দিলে গলে যেতে রোদে ছোঁয়া নবনীর প্রায়
প্রতিদিন তুমি ছিলে আমার এ হৃদয়ের মহারানী রিমি
আমিও ছিলাম জানি তোমার ও হৃদয়ের হিরণ্য-পুরুষ।
সামন্য ভুলের জন্য লোহিতের নীল জলে ভেসে গেলে রিমি
এখন তোমার কান্না প্রতিদিন মেঘ আনে আমার আকাশে
এখন আমার কান্না প্রতিদিন ঝড় তোলে তোমার ভুবনে
সামান্য ভুলের জন্য বিরহী যক্ষ আমি প্রবাসে আবাস
সামান্য ভুলের জন্য হে আমার প্রিয় রিমি দূর দেশে বাস
তোমার আমার নীল অশ্রু-জল যেন রিমি ভারত-সাগর।

২৯ ১২.১৯৯৮

তোমাকে দেখলে রিমি

তোমাকে দেখলে রিমি কীযে হয় কীযে হয় রোজ
ফাল্গুনের রোদ লাগে আশাবরী রাগ জাগে গায়
রক্তস্রোতে বান ডাকে মহানভতল থেকে বৃষ্টি
ঝরে আমার মাথায় মুখে ঝরে গরল অমৃত
তোমাকে দেখলে রিমি কীযে হয় কীযে হয় রোজ
মনে হয় হৃদ্‌স্পন্দ বন্ধ হ'বে কালরাত্রি দেখা
দেবে যে-কোনো সময় হে আমার প্রিয়তম রিমি
একই অঙ্গে সুনির্মল জ্যোৎস্না তুমি ভয়াল রোদ্দুর
তোমাকে দেখলে রিমি কীযে হয় কীযে হয় রোজ
জীবন্‌মৃতের মতো মর্মমূলে চেতনা আমার
মনে হয় বেঁচে আছি মনে হয় বেঁচে নেই রিমি
তোমাকে দেখলে রিমি কীযে হয় কীযে হয় রোজ
অনুভবে রক্তনদী ঝরঝর আনন্দ-আসার
৩ ভুবন জ্বলজ্বল তারাপুঞ্জ আগ্নেয় পাহাড়।

২.১.১৯৯৯

কী গভীর ভালোবাসা মধুমিতা তোমার আমার

কী গভীর ভালোবাসা মধুমিতা তোমার আমার
প্রতিদিন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকো আধ ঘণ্টা কাল
আর আমি মনে মনে চুমো খাই সর্বাঙ্গে তোমার
কটী–তলে রাঙা মুখে লাল গালে কপালে তোমার
কামড়ে ধ'রে স্তন অঙ্গে করি মানস-ভ্রমণ
প্রতিদিন এক দৃষ্টে চেয়ে থাকো আধ ঘণ্টা কাল
আর আমি মনে-মনে শিক্ষাঘাতে খুলে যোনি-মুখ
শৃঙ্গারে সঙ্গমে ডেকে ঘনঘন চুমো খাই রোজ
কী গভীর ভালোবাসা মধুমিতা তোমার আমার
এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে মনে মনে চুমু খাও রোজ
মানস-ভ্রমণ করো প্রতিদিন সর্বাঙ্গে আমার
এক দৃষ্টে চেয়ে থাকো হে আমার মধুমিতা রোজ
আর আমি মর্মমূলে এঁকে নিই মুখশ্রী তোমার
কী গভীর ভালোবাসা মধুমিতা তোমার আমার।

২৬.১.৯৯

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১১	তারারাও	তারারা-ও
৪	১২	কেনা	কে না
	১৪	ঝুলে	ফলে
৫	১৩	হ'বে	হবে
৬	১৪	ভুবনে	ভুবনে
৭	৭	গ্রাণ	প্রাণ
৮	১৪	এসো	এলে
৯	১৩	যাটেও	যাটেও
১১	২	পোলাপের	গোলাপের
	৫	যাপন	যাপন
১৩	৬	ন্বপ্নের	স্বপ্নের
১৪	১২	শূন্যতৃন	শূন্যতৃণ
১৭	৭	কথাবলি	কথা বলি
১৮	৯	ঢোখে	চোখে
		সূন্দরী	সুন্দরী
২২	৬	ব্রক্ষস্বাদ	ব্রহ্মস্বাদ
২৩	৯	একী	একি
২৭		নিলয়	নিলয়
	২,৬,৮	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
২৮	১৩	মিদারুণ	নিদারুণ
২৯	৩	দস্তুর	দস্তুর
৩০	১০	অস্ত্বিত্ব	অস্তিত্ব
	১১	শিরোধার্য	শিরোধার্য
৩১	৯	বিষ্টা	বিষ্ঠা
৩৩	২,৩	'কখনো' শব্দটির অবস্থান দ্বিতীয় পংক্তির অন্তে নয় তৃতীয় পংক্তির আরম্ভে।	
৩৫	৯	ভূবন	ভুবন
৩৬	১৪	।	!
৩৭	৩	ছাদে	ছাঁদে
৩৮	৭	হ'বো	হবো
৪০	১	ভালো বাসো	ভালোবাসো
৪০	১১	প্রসুন	প্রসূন

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২	১২	হ'বো	হবো
৪৪	২, ১১	এ কি	একি
৪৫		সর্বত্র 'মানবিনী' স্থলে 'মানবিকা' হবে। তবে 'মানবী' অর্থে 'মানবিনী' প্রয়োগও মেনে নেয়া যায়। কেননা 'কুরঙ্গী' অর্থে 'কুরঙ্গিণী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে মধুসূদন-কৃত 'মেঘনাদবধ-কাব্য' গ্রন্থে।	
	৬	প্রনয়	প্রণয়
	৯	হ্রদি	হৃদি
	১১	ফনীমনসার	ফণীমনসার
৪৮	৭	পরকীয়া	পরকীয়
৫০	৫	ঘ্রান	ঘ্রাণ
	১০	মুহূর্মূহূঃ	মুহূর্মুহূঃ
		দেউয়ে	ঢেউয়ে
	১২	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ
৫১	২	নির্বাক	নির্বাক্
৫৩	৪	দুর্যোদন	দুর্যোধন
	৫	এক শো	একশো
৫৪	৩	হ্রদিভূমে	হৃদিভূমে
৫৬	৭	বাক	বাক্
৫৮	১৪	।	!
৬১	৬	উর্ধ	ঊর্ধ্ব
	৭	আচ্ছগ্ন	আচ্ছন্ন
	১০	ঘাটী	ঘটী
৬৩	৭	কী ভাবে	কীভাবে
	১১	কেনা	কে না
৬৪		শিরোনামা 'সর্ববীর' স্থলে 'সর্বরীর' হবে।	
	৭	হিরণময়	হিরণ্ময়
৬৫	৪	পখির	পাখির
৬৬	৪, ৮	রাখনি	রাখোনি
৬৮	১১	সত্যবতী	সত্যবতী-
৭১	৭	মাভৈ মাভৈ	মাভৈঃ মাভৈঃ
৭২	৮	ভ্রাম্যমান	ভ্রাম্যমাণ

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১৩	তোম্যকেই	তোমাকেই
৭৫	৭	সাহার	স্বাহার
	৯	সাহা	স্বাহা
৭৬	১২	একনিন	একদিন
৭৭	১১	লাসারত	লাস্যরত
	১২	ছোড়ে	ছোঁড়ে
৭৮	৮	স্তুনে	স্তনে
৭৯	১০	এ কি	একি
৮০	৬	জ্বরজ্বর	জরজর
৮২	২	ভায়েয়	ভায়ের
৮৩	৩	সূর্ষের	সূর্যের
	৭	প্রনয়	প্রণয়
৮৪	৯	সামন্য	সামান্য
৮৫	১৪	৩	এ
		তারাপুঞ্জ	তারাপুঞ্জ
৮৬	৭	শিষ্ণাঘাতে	শিশ্নাঘাতে

এছাড়া গ্রন্থটির কয়েকটি বর্ণের কাঁধে ঊর্ধ্বকমা পড়েনি, কয়েকটি শব্দবন্ধের মাঝখানে হাইফেন পড়েনি।